CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 December 2021 ■ আগরতলা ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১২ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় চন্দ্রপুর বাজারে সংকীর্তনে মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

## উত্তরপূর্বে প্রথম ওমিক্রনের থাবা মণিপুরে আক্রান্ত এক

**ইমফল, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** মণিপুরে মিলেছে প্রথম ওমিক্রন মামলা। নিশ্চিত করেছেন ইমফলে অবস্থিত জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (জে এন আই এম এস)-এর ডিরেক্টর এল দেবেন এবং মণিপুরের স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা।

সরকারিভাব ডিরেক্টর এল দেবেন জানান, ওমিক্রন সংক্রমিত ব্যক্তি গত ২১ ডিসেম্বর দুবাই, তাজানিয়া সহ কয়েকটি দেশ সফর করে রাজ্যে এসেছেন। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে আগতদের নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।যাঁরা বিদেশ থেকে আসছেন, তাঁদের আইসোলেশনে পাঠানো হচ্ছে। ওমিক্রনে সংক্রমিত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

এদিকে মণিপুরের স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা কে রাজুও ঘটনার নিশ্চিত করে জানান, সংক্রমিত রোগীর এখন পর্যন্ত কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি। বিদেশ ফেরত ওই ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে ইমফলের ল্যামফেলে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আজ সোমবার আমাদের জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ওমিক্রন সংক্রমিত। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা করার দরকার নেই, কেননা মণিপুর কোভিড-১৯ বা তার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, দাবি স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা রাজুর।

# নগদ ২৮৪ কোটি টাকা উদ্ধার, যোগীর রাজ্যে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর

**নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** অবশেষে মোট ২৮৪ কোটি নগদ টাকা উদ্ধার হল কানপুরের ব্যবসায়ী পীযূষ জৈন-র থেকে। দুবাইয়ে দু'টি বিলাসবহুল বাড়ি ছাড়াও মুম্বই, কানপুর দিল্লি-সহ দেশের নানা জায়গায় সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। ১২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার করা হল পীযূষ জৈনকে। সোমবারই তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

কেন্দ্রীয় আয়কর দফতর জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নগদ উদ্ধার করল আয়কর দফতর। এর মধ্যে পীযূষকে নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ, পীযূষ সমাজবাদী পার্টির ঘনিষ্ঠ। সমাজবাদী পার্টির তরফে অবশ্য পাল্টা অভিযোগ করে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগীর জমানায় সব

**কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নগদ উদ্ধার করল আয়কর দফতর**

ধরনের দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছে।

আয়কর দফতর সূত্রে খবর, নগদ ২৮৪ কোটি টাকা ছাড়াও হদিশ পাওয়া গিয়েছে দেশে-বিদেশে বহু সম্পত্তির। যার মধ্যে কানপুর এবং কনৌজ মিলিয়ে পীযূষের সাতটি সম্পত্তি রয়েছে। মুম্বইয়ে দু'টি বাড়ি, দিল্লিতে একটি এবং দুবাইয়ে দু'টি সম্পত্তি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে মিলেছে কয়েক কিলো সোনা।

পীযূষকে ৫০ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়েছে। তার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে তল্লাশি এখনো শেষ হয়নি।

কনৌজে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে ১৮টি আলমারির হদিশ পান তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে ৫০০টি চাবির থোকাও পেয়েছেন তাঁরা। সেই চাবিগুলি দিয়ে ওই আলমারি খুলে তল্লাশির চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন তাঁরা এত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও পীযূষ অত্যন্ত সাধারণ পুরনো একটি গাড়ি ব্যবহার করতেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

**কোভিড বিধিনিষেধের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়াল কেন্দ্র**

# কন্টেইনমেন্ট জোন সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ

**নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** দেশে ওমিক্রন বাড়তে থাকায় কোভিড সম্পর্কিত বিধিনিষেধের মেয়াদ আরও বাড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়, দেশজুড়ে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হল।

শুধু বিবৃতি নয়, প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিবদেরও সোমবার নির্দেশিকা পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। করোনা সংক্রমণে রাশ টানতে রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে জেলা ও লোকাল পর্যায়ে কন্টেইনমেন্ট জোন করার কথাও বলা হয়েছে। কোনওরকম গা-ছাড়া মনোভাব না দেখিয়ে, সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে সতর্কতামূলক সবরকম পদক্ষেপ করতে বলা হয়। কোথায় কী ধরনের কোভিড নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে, তা প্রয়োজন ভেদে ঠিক করতে রাজ্য প্রশাসনকে এদিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ওমিক্রন আক্রান্ত ১৫৬। সব মিলিয়ে আক্রান্ত ৫৭৮ জন। যদিও ১৫১ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তার পরেও স্বস্তিতে থাকতে পারছে না কেন্দ্র। সেই উদ্বেগ থেকেই এই সতর্কতা বার্তা।

ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতিতে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# খোয়াইয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ যুবককে জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** খোয়াইয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় খোয়াই পূর্বসোনাতলা গ্রামের এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে এক লম্পট। অভিযুক্ত ধর্ষক দেবাশীষ শুক্ল দাসকে(২২) খোয়াই থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ঘটনাটি শুক্রবার রাতে খোয়াই থানার অন্তর্গত পূর্ব সোনাতলা গ্রামে।

ধর্ষণের শিকার ওই গৃহবধূ খোয়াই থানায় শনিবার মামলা দায়ের করেন। রবিবার অভিযুক্ত দেবাশীষ শুক্লা দাসকে আদালতে তোলা হলে চৌদ্দ দিনের জেল হেফাজতে পাঠায় আদালত। ঘটনার বিবরন দিয়ে পুলিশ জানায়, পূর্বসোনাতলা গ্রামের দেবাশিষ শুক্ল দাস নামে এক যুবক শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ গৃহবধূর স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করে।গৃহবধুর মুখে কাপর চাপা দিয়ে হাত পা বেধে ধর্ষন করে।

ঘটনার পর ধর্ষিতা গৃহবধূর ঘরে এক প্রতিবেশী আসে। প্রতিবেশীকে দেখে অভিযুক্ত দেবাশীষ দাস ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় বলে থানায় অভিযোগ ধর্ষিতা গৃহবধূর। শনিবার বিকালে গৃহবধূ খোয়াই থানায় অভিযুক্ত দেবাশিষ শুক্ল দাসের বিরোদ্ধে ধর্ষনের অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেছে। ধর্ষিতা গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৪৮/৩৭৬ ধারায় একটি মামলা রুজু করে পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## তেলিয়ামুড়ার জারিলংয়ে হাতির তান্ডবে একাধিক বাড়ি তছনছ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।।** তেলিয়ামুড়ার জারিলং বাড়ি এলাকায় গতকাল রাতে বন্যহাতির তাণ্ডবে একাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রবিবার গভীর রাতে বন্য হাতির দল ওই এলাকায় নেমে এসে তাণ্ডব চালিয়েছে। তাতে একটি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যান্য আরো কয়েকটি বাড়িতে বন্য হাতির দল ভাঙচুর চালায়। চিৎকার-চেঁচামেচিতে গ্রামের মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় বনদপ্তরের স্বেচ্ছাসেবীদের।

বনদপ্তর এর স্বেচ্ছাসেবী এবং স্থানীয় জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বন্যহাতির দলকে এলাকা থেকে তাড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত বন্য হাতির দল তাণ্ডব চালাচ্ছে। এর ফলে এলাকার মানুষজন তীব্র আতঙ্কে দিনাতিপাত করছেন। বিশেষ করে রাতের বেলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যের পৃথক স্থানে পুলিশি অভিযানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেফতার তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** নেশা বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার এবং পাচারকারীদের গ্রেফতার অব্যাহত রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল সাফল্য পেয়েছে রাজ্য পুলিশ। একই দিনে জেলার দুটি স্থানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা একটা নাগাদ নেশা সামগ্রী বোঝাই লরি পানিসাগরে আটক করেছে পুলিশ। কলকাতা থেকে আগরতলাগামী জেকে ০৩ এইচ ৮৭৭০ নম্বরের লরিটি শিবশক্তি ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন খুচরো সামগ্রীর সঙ্গে ৪,৬৫৫ বোতল বেআইনি কফ সিরাপ এবং ৩১,৮২৪টি নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। পানিসাগর পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে জাতীয় সড়কে ওৎ পেতে বসে ছিল। একসময় লরিটি আসলে তাকে আটকে তল্লাশি চালিয়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জানুয়ারীর মধ্যেই চাকরি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা দেবে জেআরবিটি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জেআরবিটি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা না হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করার দাবিতে পরীক্ষার্থীরা সোমবার জেআরবিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি জানিয়েছেন।

জেআরবিটি অধিকর্তা পরীক্ষার্থীদের জানিয়েছেন আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যেই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে এ বিষয়ে নিয়ে কোন ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই বলেও তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। দাবি সনদ পেশ করে ফেরার পথে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একজন জানিয়েছেন পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে গত বেশ কিছুদিন ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল।সেকারণেই তারা অধিকর্তা সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে স্পষ্টীকরন চেয়েছেন। অধিকর্তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন বড় ধরনের কোনো ঝামেলা না বাঁধলে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাদেরকে নিয়োগ করা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান পরীক্ষার ফলাফল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাগমায় পুড়ল দুটি দোকান, দমকল আসতে দেরী হওয়ায় উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর।।** আজ রাত আনুমানিক নয়টা অগ্নি কান্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। অগ্নি কান্ডের ঘটনা সংঘটিত হয় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোষ্টের বাগমা সমতল পাড়া দুটি দোকানে। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত টি দোকান। ঘটনা, সোমবার রাত আনুমানিক ৯ টায় উদয়পুর বাগমা সমতল পাড়া এলাকায়।

উদয় পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খামখেয়ালিপনার কারনে অগ্নিকাণ্ড ভয়াবহ রুপ নেয়। অগ্নি কান্ডের ভয়াবহতার জন্য অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। ফল স্বরূপ চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বাগমা সমতল পাড়া এলাকার ব্যবসায়ী রাজু দেবনাথের দোকান।রাজু দেবনাথের ছিলো মুদি দোকান। জয়দেব পালের ছিলো হাডওয়ার্স ও ইলেকট্রনিকসের দোকান।

আগুন লাগার পর উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# চাকরির দাবীতে স্বাস্থ্য দপ্তরের দরজায় ধরণা ফিজিওথেরাপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** চাকুরীতে নিয়োগের দাবিতে গোর্খাবস্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন ফিজিওথেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকাররা। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, পাঁচ শতাধিক বেকার দীর্ঘদিন ধরেই চাকুরীর প্রত্যাশায় ঘুরছেন। কিন্তু তাদেরকে নিয়োগের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান ২০১৭ সালে সর্বশেষ ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করা হয়েছিল। তারপর থেকে বিগত পাঁচ বছর ধরে নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে।সে কারণেই বেকারদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অবিলম্বে শূন্যপদে ফিজিওথেরাপিস্টদের নিয়োগ এবং নতুন পদ সৃষ্টি করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ফিজিওথেরাপিস্টরা। তারা জানান রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপিস্ট এর অভাব রয়েছে। ফিজিওথেরাপিস্টরা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এজন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করা না হলে তারা আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

# হকার উচ্ছেদকে ঘিরে ধর্মনগরের তুলকালাম কান্ড, তিন জায়গায় চার ঘন্টার সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ ডিসেম্বর।।** হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের তুলকালাম কান্ড। চার ঘন্টা সেন্ট্রাল রোড,জেলাশাসক অফিস প্রাঙ্গণ এবং পুরনো মোটর স্ট্যান্ড এলাকা অবরোধ। অবশেষে উপাধ্যক্ষের আশ্বাসে অবরোধমুক্ত। নতুন পুর পরিষদ গঠিত হওয়ার পর কয়েকদিন যাবত মাইক যোগে যত্রতত্র বাজার বসে যাওয়া বন্ধ করতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত হকারদের বসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

কথা ছিল রোববারের পর থেকে সোমবার থেকেই এই আইন বলবৎ হবে।সে অনুযায়ী সোমবার সকাল বেলা শিববাড়ি রোডের প্রাঙ্গণ ,বাবুর বাজার ,ইলেকট্রিক অফিস প্রাঙ্গন এবং নতুন মোটর স্ট্যান্ড এর জুড়ি ব্রিজের উপর যেসব হকাররা বাজারের পশরা বসিয়ে দোকানদারী

করতো তাদেরকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।প্রায় ২০০ হকার সকাল আটটা থেকে পুর পরিষদ অফিস প্রাঙ্গণে গিয়ে ভীড় জমায়। সেখানে চেয়ারপারসন এবং ভাইস চেয়ারপার্সন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। অপেক্ষা করতে করতে দুপুরের দিকে ভাইস চেয়ারপার্সন আসেন।

চেয়ারপার্সনের অনুপুস্থিতিতে ভাইস চেয়ারপার্সন এর সাথে হকাররা দেখা করে।কিন্তু ভাইস চেয়ারপার্সন তাদের জন্য কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তারপরেই প্রায় ২০০ হকার জেলাশাসক অফিস প্রাঙ্গন ,সেন্ট্রাল রোড, পুরনো মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় অবরোধ গড়ে তুলে।বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় আসলেও কোন ফল হয়নি। এমনকি জেলাশাসক পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে উনার অফিস কক্ষে যান।

হকারদের পক্ষ থেকে জানানো হয় তারা দুইবার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এর সাথে দেখা করলেও ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে কোনো সুরাহা দিতে পারেন নি। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ৪ ঘন্টা এই ভাবেই অবরোধ চলতে থাকে।ধর্মনগরে জনজীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয় আগামী বুধবার হকারদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বিশ্ব বন্ধু সেন বসবেন এবং একটা সুরাহা বের করা হবে।এই আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেয়।

# শিক্ষার বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন দিল এআইপিএসএফ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** শিক্ষা বেসরকারি-করণের প্রতিবাদে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হল অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্ট ফোরাম। ফোরামের এক প্রতিনিধি দল সোমবার শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফোরামের নেতৃবৃন্দ জানান রাজ্য সরকার শিক্ষা বেসরকারিকরণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে।এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে ফোরামের নেতৃবৃন্দ বলেন এই ধরনের প্রয়াস প্রতিহত করতে সংগঠিতভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সকল ছাত্র সংগঠন, শিক্ষানুরাগী ও সমাজের সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার জন্য ফোরামের নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্য সরকার বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প গ্রহণ করে যে পদক্ষেপ নিতে চাইছে তার তীব্র বিরোধিতা করে অবিলম্বে বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি ফোরামের নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানিয়েছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৮২ ▫ ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১২ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## রাজনীতি হোক নিষ্কলঙ্ক

রাজনীতি মানে রাজার নীতি। ভারতে বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র এক অতীত অধ্যায়। এদেশের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছে। রাজার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার। সুবিশাল দেশ পরিচালিত হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে। কেন্দ্রে যেমন একটি সার্বভৌম সরকার, তেমনি রাজ্যে রাজ্যে রহিয়াছে শক্তিশালী সরকার। রাজ্যের উন্নয়ন প্রাদেশিক সরকারের শক্তি ও দক্ষতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। রাজ্যগুলির সমৃদ্ধিই সারা দেশের বিকাশকে সূচিত করে। ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে শাসককে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। , ক্ষমতাসীন হওয়ার আশায় বিরোধীরাও কিছু কৌশল স্থির করে। তবে সবটাই সংবিধান নির্দিষ্ট বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নানা স্তরীয় নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে পুরনো দিনের সম্মুখসমরের তফাত রহিয়াছে, এটি মূলত নীতির লড়াই। প্রতিটি দলকে মানুষের কাছে যাইতে হয়। জনগণকে বুঝাইতে হয়, কোন নীতিতে তাহারা বাকিদের থেকে আলাদা। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয়। এজন্য প্রত্যেকের অতীত রেকর্ড যেমন তুলিয়া ধরিতে হয়, তেমনি জানাইতে হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। এটাইকেই বলা হয় রাজনৈতিক লড়াই। এই সুস্থ লড়াইয়ের ভিতরে হিংসা এবং সংকীর্ণতার স্থান নাই। কিন্তু রাজনীতিতে শত্রুর অবস্থান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই প্রাচীন অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে শত্রুকে বশ করিবার কৌশল। শত্রু মোকাবিলার চারটি মোক্ষম উপায় জানাইয়াছিলেন প্রখ্যাত কূটকৌশলী চাণক্যসাম, দান, দণ্ড, ভেদ। সাম কথাটির দ্বারা কোনও কোনও শত্রুকে তোষণ বা তাহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। প্রয়োজনে দানধ্যানের পথে যাইতে হইবে। শত্রুর অপরাধ যদি প্রমাণিত সত্য হয়, তবে তাহার আইনানুগ শাস্তি বিধান করিতে হএবে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন শাসকের অবশ্যকর্তব্য। আর একটি কৌশল হল শত্রুর মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি। শত্রুরা শাসকের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনওভাবেই ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। কারণ, শত্রুরা যত দুর্বলই হোক না কেন, একথা তাহাদের পরাক্রমশালী করিয়া দিতে পারে। চালের ভুল হইলে আপাত শক্তিশালী শাসককেও নাস্তানাবুদ করিয়া দিতে পারে শত্রুদের জোট। এ কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। লোকসভা, বিধানসভা-সহ বিভিন্ন নির্বাচনে একাধিকবার উত্থান আমরা দেখিয়াছি। তাই আধুনিক রাজনীতিতেও 'রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্মে বন্ধুধর্ম নাই' নামক মহাভারতীয় নীতিও আদরণীয় ।কিন্তু এই নীতিকেও অন্যায্য বলা যায় না। এটা তখনই অন্যায় বলিয়া গণ্য হয় যখন একে কলুষিত করিবার চেষ্টা হয়। রাজধর্মে বা রাজনীতিতে পিছনের দরজা মোটেই বীরত্বসূচক নয়। রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা যখন দীনতায় আক্রান্ত হয়, দেউলেপনায় গ্রস্ত হয়, তখনই সংকীর্ণমনা রাজনীতিকের আধিক্য ঘটে। প্রতিযোগী, বিশেষ করিয়া শাসক শ্রেণি রাজনৈতিক লড়াইতে আস্থা হারাইয়া ফেলে। বিরোধী বা শত্রুর মোকাবিলায় অন্যায্য কৌশল নেয়। কেন্দ্রে কংগ্রেস জমানায় সিবিআইয়ের মতো স্বশাসিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বারবার অপব্যবহার হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২০১৩ সালে কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-কে 'খাঁচাবন্দি তোতা' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিল। ২০১৪ সালে জমানা পাল্টাইয়াছে। এখন নরেন্দ্র মোদির শাসন। কিন্তু ট্র্যাডিশন যথাপূর্ব। ২০২১-এর আগস্টে অন্য এক মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ মন্তব্য করিয়াছে, 'খাঁচাবন্দি তোতাকে মুক্তি দেওয়া হোক'। বিচার ব্যবস্থার এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের নেপথ্যে রহিয়াছেসিবিআই, সিএজি, ইডি, আয়কর বিভাগ, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনসত্তা বিনষ্ট করিবার গোপন চেষ্টার বিরুদ্ধে খেদ, ক্ষোভযেখানে লক্ষ্য শাসক বা প্রশাসন।

বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলের ইতিবৃত্ত বলিয়া দেয়, যেখানেই তাহাদের রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থতার আশঙ্কায় ভোগে সেখানেই তাহারা প্রশাসনের অপব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি করা উচিত পূর্বেকার রাজনীতির মতই। রাজনীতি সঠিক পথে পরিচালিত না হইলে একদিকে যেমন জনগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব হইবে না ঠিক তেমনি দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। বিষয়টির প্রতি সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। রাজনৈতিক দলের নেতাদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করিবে দেশের রাজনীতি কোন পথে পরিচালিত হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌম ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের প্রত্যাশা আমাদের দেশে এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কায়েম হোক যেখানে জনগণ তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইবে এবং দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইবে। একমাত্র জনকল্যাণকামী সরকারি পারিবে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করিতে।

## চণ্ডীগড় পুরভোটে ১৪টি ওয়ার্ডে জয় আপ-এর, বিজেপির ঝুলিতে ১২টি ওয়ার্ড

চণ্ডীগড়, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): চণ্ডীগড় পৌরনিগম নির্বাচনে হেরে গেলেন বর্তমান ও প্রাক্তন মেয়র। পরাজিত হয়েছেন বর্তমান মেয়র বিজেপির রবিকান্ত শর্মা, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে আম আদমি পার্টির প্রার্থী দমনপ্রীত সিংয়ের কাছে ৮২৮ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মেয়র ও বিজেপি প্রার্থী দাভেশ মৌদগিলও হেরে গিয়েছেন, ২১ নম্বর ওয়ার্ডে আপ প্রার্থী জসবীর সিংয়ের কাছে ৯৩৯ ভোটে হেরেছেন দাভেশ। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চণ্ডীগড় পৌর নিগম নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি জয়লাভ করেছে ১৪টি ওয়ার্ডে, বিজেপি জয়লাভ করেছে ১২টি ওয়ার্ডে, কংগ্রেস ৮টি ওয়ার্ডে জিতেছে এবং একটি ওয়ার্ডে জিতেছে শিরোমণি অকালি দল। এই প্রথমবার চণ্ডীগড় পৌরনিগম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আপ। গত শুক্রবার হয়েছিল ভোটগ্রহণ।

## মান্ডিতে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস, প্রধানমন্ত্রী বললেন হিমাচলের সঙ্গে তাঁর আবেগের সম্পর্ক

মান্ডি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বহু আগে অনুমোদন মিললেও, দীর্ঘ তিন দশক ধরে আটকেই ছিল রেণুকাজি বাঁধ প্রকল্পের কাজ। অবশেষে সোমবার রেনুকাজি বাঁধ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র। হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও দিল্লি-এই ৬ রাজ্যের মিলিত সহযোগিতায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হচ্ছে। ৭ হাজার কোটি টাকার খরচে তৈরি ৪০ মেগা ওয়াটের এই প্রকল্পে বিশেষভাবে উপকৃত হবে দিল্লি। পাশাপাশি ধৌলা সিধ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সবমিলিয়ে সোমবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে ১১ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন হিমাচলের মান্ডিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'হিমাচলের সঙ্গে আমার সর্বদাই আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। হিমাচলের ভূমি আমার জীবনের দিকনির্দেশনা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হিমাচলে ৪ বছর পূর্ণ করেছে। আমি হিমাচলের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ৪ বছরের মধ্যে দুই বছর আমরা করোনার বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেছি, উন্নয়নের কাজও থামতে দিইনি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'গত চার বছরে হিমাচল প্রথম এইমস পেয়েছে, হামিরপুর, মান্ডি, চাম্বা এবং সিরমাউরে চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন করা হয়েছে। আজই ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের চারটি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, কিছু প্রকল্প উদ্বোধনও করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শ্রী রেণুকা জি আমাদের আস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভগবান পরশুরাম এবং তাঁর মা রেণুকাজির স্নেহের প্রতীক এই ভূমি থেকে আজ দেশের উন্নয়নের জন্য একটি স্রোত বেরিয়েছে।'

# দেশের যুবসমাজের প্রতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আহ্বান

ড. বিমল কুমার শীট

উনবিশং শতাব্দীর বাংলা ছিল রত্নগর্ভা। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আরও একজন মানুষ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বস্তুত তার মতো বিজ্ঞানীরা ছিলেন জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ এবং তারা এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রনোস বা পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রেরত্ত আকর্ষণের উৎসও স্বদেশপ্রেম। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী,যুক্তিবিদ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ। দেশের যুবসমাজের প্রতি তার আহান ছিল দৃষটান্তস্বরূপ, যা আজও যুবসমাজকে আলোড়িত করবে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে লিখেছিলেন, "আজ ২৩ অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ-সমাগত সঙ্গম সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রে ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবাতি না! আর টি জন্মভূমি- এ জার্মান, ফরাসী, ইতালী বুধমণ্ডলীমণিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামগলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা তারকার রেলে পাচা নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ বকে সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলেন। সমগ্র বিদ্যুত্মগলীর শীর্ষস্থানীয় পারি নাই, তাহার পথে পথিক হই নাই। কিন্তু তাহার কৃতিত্ব সকলকেই আসা ও বল দিতে পারে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও লেখেন, বাঙালী প্রতিভার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্কার সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রখর আত্মসম্মান বোধ ছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাকে গভর্নমেন্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি। তিন বৎসর কোনও বেতন নেননি। শেষে তার আত্মসম্মান বোধের জয় হয়। জগদীশচন্দ্রের আকৃতিতে এমন একটা বস্তু ছিল, যা সকলকে আকর্ষণ করত। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা করা উচিত, তারপর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছেড়ে অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে কোনওরূপ পুরস্কারের আশায় নয়, কোনও ভারতবর্ষের একাত্মকে ধারণা করতে শিক্ষা মিশতেন। সুখীগণের সুখে হেসে ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলে আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করতেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন খুব ধীরভাবে বলেন। একটা বড় কাজ করে একথা ভাববেন না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে করা। ভারতের এক প্রদেশ আর এক প্রদেশ হতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর এক সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে এবং চারদিকে তোমার জয়-জয়কার কথার জোর দেবার জন্য তিনি শুন্যে হাতও পড়ে যাবে। প্রদেশবাসী হতে বেশি বুদ্ধিমান এরূপ মত ধারণা পোষণ নিতান্ত নিরংদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবি, মারাঠি, কিংবা ছোড়েন না বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ ছাত্রদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে বাঙালি থাকবে না, থাকবে কেবল যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বলেন, দেশ আজ তাদেরকে ভারতবাসা। বেশি চাইছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে তারা একদা কোনও ধনী বিকানির এক পুত্র পরাধীন ভারতের যুবসমাজ ওনিবেশিক হয়েছে, তারা যে সভ্যতার অধিকারী তা আচার্য বসুর অটোগ্রাফ বা হাতের লেখার সরকারের শৌষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে যুগযুগান্ত ধরে বেঁচে আছে, অলস নিষরিয় জন্য তার হোটেলে দেখা করতে যান মুক্ত ছিলেন না। পরাধীনতার জ্বালা তীরা থেকে তারা যেন সভ্যতা নষ্ট না করে। মানব প্রতিনিয়ত সহ্য করছিলেন। এর হাত থেকে মুক্তির পথও খুঁজছিলেন। চোখের সামনে চাদির দুঃখ নিবারণের জন্য যুগযুগান্তর ধরে যে আহান ছাত্রদের নিকট এসেছে, তারা যেন বুভুক্ষু মানুষকে দেখেছিলেন। চাকরি না সে আহানে সাড়া দেয়। দুঃখ ও দুঃখের জগদীশচন্দ্র তাকে জানালেন যে, তিনি সচরাচর তার হাতের লেখা কাউকে দেন না এবং দিলেও তার মুল্য খুব বেশি নিয়ে থাকেন, একথা বলে তিনি বণিক পুত্রটিকে পেয়ে বেকারত্বের সমস্যায় ভূগছিলেন। এ কারণ নিবারণই ক্ষাত্রধর্ম। অতীত ভারতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি আমাকে কত হেন ছাত্রদের সম্বোধন করে জগদীশচন্দ্র বসু কর্মকে শ্রীধান্য দেওয়া হয়েছে অবসাদকে বলেছিলেন, "স্বদেশের কোনও না কোনও নয়। দিবে? উত্তর এল আমি ভারতের সেবায় আমার জীবন দেব। যুবকের এই উত্তর শুনে একটা কাজে তোমরা নিজেদের জীবন পরাধীন ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতি জগদীশচন্দ্র চোখ আন্দে উজ্জ্বল হয়ে উৎসর্গ করো, শুধু নিজে মানুষ হইয়াই তৃপ্ত জদগীশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমস্ত হইও না, অপরকেও মানুষ হইয়া উঠিতে ভারতবাসীর এক মহাজাতিতে পরিণত হবার সাহায্য করো। জীবনটা নিতান্তই ছোঁট, কাজেই মাধুর্যে, আলোকে ও তায় এই জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলাই কথা বলার সময় তিনি তার সমস্ত শক্তির মণীষা ও প্রাণ তাতে ঢেলে দেন। এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য এই যে, সর্বপ্রথমে তোমার তোমাদের আদর্শ হউক।, তিনি বলেন, সাধনার বস্তু হোক খাঁটি ভারত সন্তান হওয়া। উঠল এবং যুবকটিকে বললেন, এই নাও আমার হাতের লেখা। সাধারণ ব্রাসমাজের ছাত্রদের এক সভায় জগদীশচন্দ্র বলেন, "এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণির উপদেষ্টা দেখতে পাওয় যায়। কেহ কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণরূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনওদিন উন্নতি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণীর পর তাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাকো যে দেশে এরপ দুর্দিন আসিয়াছি, তবে করিতে চেষ্টা করো না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ- কাজ করিলেন, কেন একাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। কে? আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।" আমাদের দেশের একদল লোক রয়েছে, যারা অতীতের কথা নিয়ে বর্তমানে ভুলে আছেন জগদীশচন্দ্র এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পৃথিবীর স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল একথা তাদের বোধগম্য হয় না। এইসব ধর্মাক্রান্তজাতির চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হতে মুছে যাচ্ছে। ইজিপ্ট, অসীরিয়া এবং ব্যাবিলন এদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কী আছে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# জীবন এত ছোট কেনে, এই ভুবনে?

শান্তনু রায়

"আমার জীবনের প্রথম রচিত কবিতা খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম আমাদের বৈঠকখানা বাড়ির একটি খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে। তখন আমার বয়স সাত বছর-- আটে পড়েছি।" তার নিজের কথায় এভাবেই তীর সাহিত্য সাধনার শুরু। বাস্তবিক ছোটবেলার বাগানের গাছ থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া ছোট একটা পাখির ছানা বন্ধুদের মিলিত পরিচর্যা সত্বেও মারা গেলে তার মা'র ডাল থেকে নেমে ছানাটিকে ডাকা এবং চারপাশে ঘুরে সনেহে ঠোকরানো দেখে খেলার সাথী বড় পাঁচু বাড়ির বৈঠকখানার দরজার পেছনে খড়ি দিয়ে দু 'টি পংক্তি লিখে ফেলল-ত্ত তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি / তার মা এসে কীদিতেছে কেউ কেউ করি।

এ দেখে বিস্মিত তিনি ছন্দ মিলিয়ে পরের চারটি পংক্তি লিখে ফেললেন- পাখির ছানা মরে গিয়েছে/ মা ডেকে ফিরে গিয়েছে / মাটির তলায় দিলাম সমাধি/ মিলিয়ে কাঁদি।'

অনেকের মতো তাঁরও সাহিত্যকর্মের সূচনা কবিতা দিয়ে-- জলধর সেনের সে সময়কার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি কবিতার মাধ্যমে। ১৯২৬-এ এক আত্মীয়ের উদ্যোগে ত্রিপদ' শিরোনামে এক কবিতাগুচ্ছও প্রকাশিত হয়। যদিও তার প্রচার ঘনিষ্ঠ মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরমায়ুও ছিল স্বলপস্থায়ী।

তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় --- রাঢ় বাংলার জীবনের সফলতম আখ্যানকার। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকালেই রবীন্দ্ররোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিন "বন্দ্যোপাধ্যায়" সাহিত্যপিপাসু বাঙালি মনে সাড়া ফেলে হয়েছিলেন তাদের অন্যতম তারাশঙ্কর (১৮০৮- ১৯৭১)। কি উপন্যাস কি ছোট গল্প বৈচিতভরা জীবনকে ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ দক্ষতা তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "তরিপত্র" এর পরে তারাশঙ্কর আর কবিতা বিশেষ লেখেননি কিন্তু তার মধ্যে এক কবিয়াল সত্তা সতত বিরাজমান ছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাৎক্ষণিক কবিতা বা গান রচনা করার এক জন্মগত ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল। তার জন্মগত প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দর্শন। এক কবিগানের আসরে ঘটনাচক্রে সুযোগ লাভে কবিয়াল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া তথাকথিত অন্ত্যজ নিতাই ঠাকুরঝি'র নিরুচ্চার ভালোবাসার স্বীকৃতিদানে অপারগ হলেও তার

প্রতি বর্ণ-ত্ত কটাক্ষের প্রতিক্রিয়ায় গেয়ে ওঠে "কালো যদি মন্দ তবে / কেশ পাকিলে কাদে কেনেত্ত আবার প্রেয়সী বসন্তের আকস্মিক

মৃত্যুতে অপূর্ণ ভালবাসার তৃষায় আক্ষেপ করে - এই খেদ মোর মনে / ভালবেসে মিটিল ন আশ, কুললো না এ জীবনে। বন্দ্যোপাধ্যায়" ত্রয়ীর মধ্যে বয়সের খুব ব্যবধান না থাকলেও জীবনবোধের বিভিন্নতা ও স্বীয় প্রতীতি প্রতিফলিত হয়েছে তাদের সাহিত্যকর্মে। সমসাময়িক অপর দু'জন হলেন-ত্ত বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৪৯)ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬)। তারাশঙ্করকে শরৎনন্দ্র-উত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী তারাশঙ্কর অবশ্য ব্যক্তিগত ওপারিবারিক পরিসরের পরিধি অতিক্রম করে তুলনায় বৃহত্তর পটভূমিকা ও বিস্তৃততর জীবনের ক্যানভাসে মানবজমিনকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তীর সুদীর্ঘ সাহিত্য সাধনাকালে।

শাক্ত ও বৈষব সংস্কৃতির প্রভাবে সমৃদ্ধ লাভপুরে ১৮৯৮-এর ২৩ শে জুলাই ভূমিষ্ঠ তারাশঙ্কর জন্মস্থান-মাতৃভূমি- পিতৃপুরুষের লীলাভূমি লাভপুরে কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশে বিস্মিত হয়েছেন সেই জনপদে জন্মগ্রহণে বোধ করেছেন ভাগ্যবান?। আত্মজৈবনিক রচনা "আমার কালের কথা" বিধৃত হয়েছে উনিশ শতকের একেবারে উপান্তে লাভপুরের সমাজে দুই বিরোধী শক্তির কীভাবে দ্বন্দ চলছিল। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের গরিমার সাথে একদা গ্রামেরই বাসিন্দা নব্য অর্থবান কয়লাখনির মালিক বণিকপ্রবরের অহঙ্কারের এই ছন্দ সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ-- লাভপুর সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজজীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহে প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ। এমনই আবহে বেড়ে ওঠা আট বছর বয়সে পিতৃহারা তারাশঙ্কর।

পিতামহ ছিলেন সিউড়ি আদালতের প্রতিষ্ঠিত উকিল। অল্প বয়সে জেদের বশে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অনুতপ্ত বাবা হরিদাস পরে ঘরেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং সেকালেও নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। ছেলে ভবিষ্যতে উকিল হবে এই আশায় পিতামহের বিশেষ শামলাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন আর ছেলের উদ্দেশ্যে ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন—ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যতমূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের কিন্তু বিধাতা বোধকরি অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। সদ্য তরুণ মনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জাগায় বিপ্লবী নলিনী বাগচির সংস্পর্শ। যদিও বিপ্লবাত্মক ধ্যানধারণা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীর মনে কখনও তেমন দাগ কাটতে পারেনি। তিনি নিজেই এক লেখায় বলেছেন-ত্ত আমি বিপ্লবী ছিলাম না। কিন্তু ১৯১৬-য় ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ ছাড়তে হয় পুলিশের কাছে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের তালিকায় তার নাম থাকায়। পরবতীতে আবার সাউথ সুবার্বান কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হলেও ভগ্নস্বাস্থ্যের লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুদ্ধের ফলাফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ সাময়িকভাবে একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই আবহে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত গান্ধিজির অহিংসা নীতি ও ১৯২১-এ শিবনাথের পথেৰ অনুসারী নয়। প্রসঙ্গত দেশের স্বাধীনতার জন্য সহিংস বৈপ্লবিক কার্যকলাপেরক প্রতি কখনও তারাশংকরের আকর্ষণ বা সমর্থন না থাকলেও কিন্তু এই আত্মনিবেদিত অগ্নিসন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর সহমর্মী।

উল্লেখ্য, ১৯২৯ নাগাদ কল্লোল-এ প্রকাশিত "রসকলি" গল্প দিয়ে তার সাহিত্যিক অভিযাত্রী শুরুঃ। প্রাথমিকভাবে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তভুক্তি অসহযোগ আন্দোলন তরুণ তারাশঙ্করকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবার ব্রতগ্রহণ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩০-এ কিছুদিনের জন্য তার কারাবাসও হয়। সে সময়ার তারাশঙ্করকে তার ধাত্রীদেবতার (১৯৩৯) শিবনাথের মধ্যে অংশত খুঁজে পাওয়া নিছক কাকতালীয় মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমার কালের কথায়" - ধাত্রীদেবতার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। জীবনের অনেকখানি জুড়ে থাকা এই মায়ের সম্পর্কে তারশঙ্কর লিখেছেন, মোট কথা, কাল পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করে প্রসন্না মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল।... আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল আরও বাস্তব। প্রথম রাখীবন্ধনের দিন কিশোর তারাশঙ্করে হাতে একটি রাখী বেঁধে দিয়ে মা প্রভাবতী দেবী মন্ত্র পড়েছিলেন-ত্ত বাংলার মাটি -বাংলার জল... এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আছে ধাত্রীদেবতায়ও। আবার উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী সুশীলকে বলে, আমার স্বপ্ন হল তেত্রিশ কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য ছাত্রি কোটি হাতের অংশগ্রহণ। চাই এক জনগণের বিপ। যদিও সুশীলয়ে থাকলেও সাহিত্যকর্মের স্বাতন্ত্য ও নিজস্বতায় তার অনন্যতা শীঘ্রই পরিস্ফুট হতে থাকে। আপন প্রতিভার প্রতি সুবিচারে তিনি বিশেষ গোষ্ঠী বা বলয়ের গন্ডী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ করা জীবন ও যাপনকে দেশের ও মানবজীবনের বিশাল ক্যানভাসে সাহিত্যিক প্রতিস্থাপনে। তার নিজের কথায় অবশ্য সাহিত্যসাধনা শুরু হয়ে যায় জেল থেকে মুক্তির পরপরই। একসময়ে তার লেখা বড় স্থুল-চড়া নাটকীয়তার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু স্বয়ং খানিকটা সাদৃশ্য আছে। জীবনের অনেকখানি ডে থাকা এই মায়ের সম্পর্কে তারাশঙ্কর , "মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে রবিঠাকুরের লেখনীতে খণ্ডিত হয়েছে সে অভিযোগ। তার গল্প-উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশধাবাণীতে আনন্দে উদ্বেল হয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

চশীমগপের সমাজের নীরব ভাঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিঘাতে সত্তার গভীরে আলোড়িত তারাশঙ্করের সাহিত্যে বারবার এন সছে সেই ভাঙন প্রক্রিয়ার এক শ্রেণিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু মরমি চিত্রন। তার রচনায় এনে সছে লোকায়ত সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথা-- বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, সাঁওতাল, আউলিয়া, বাউল, বেদে, বাজিকর প্রভৃতি যাদের জীবন ও যাপন কিঞ্চিৎ তাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও প্রত্যক্ষ রার সুযোগে। তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙন, পুরেনা একটা যুগের বিলীয়মানতা ও নতুন যুগের আগমনের পদধ্বনি-ত্ত নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, বিদায়ী পুরাতন ও নবীন আগন্তকের সংঘাত ও মিথনরয়া। এই নবজীবনের আগমনের দ্যোতনা যেন সুপরিস্ফুট ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত "আরোগ্য নিকেতন নাটকেও। এরও উপজীব্য নতুন পুরাতন ধ্যানধারণার মধ্যে দ্বন্দ সংঘাত-ত্ত আধুনিক চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রতীত ববীয়ান বৈদ্যের রক্ষণশীল মানসের সংঘাত। যে কোনও মহৎ কথাশিল্পীর মতো জীবন জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত তাড়িত হতেন তারাশঙ্করও এবং মৃত্যু ভাবনাই ছিল তার জীবন জিজ্ঞাসার মুখ্য বিষয়। অনেকের মতে তারশঙ্করের মধ্যে কিঞ্চিৎ রক্ষণশীলতা থাকলেও সম্পূর্ণ আধুনিকতাবিমুখ ছিলেন না তবে প্রাচীন সমাজবিধির প্রতি এক ধরনের মমত্ববোধ প্রতীতি ছিল কিন্তু নবজীবনের চিত্রও সৃজিত হয়েছে তাঁর লেখনিতে।

একথা সত্য যে সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে অনেক অপমান অবহেলা ও আর্থিক দৈন্যের শিকার হলেও পরবতীকালে নিরলস সাহিত্য সাধনার মাধ্যমেই অনেক পুরস্কার, সম্মান স্বীকৃতি লাভের মতো সফল হল লক্ষলাভেও--- সর্বাথেই প্রতিষ্ঠিত হন-ত্ত কলকাতায়ও।

পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, পদ্মভূষণ। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিলেন তাসখন্দে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে। হয়েছিলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীসংঘের সভাপতি-- মনোনীত হয়েছিলেন রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যও। তার গল্প, উপন্যাস অবলম্বনে অন্তত চল্লিশটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কখনওই ছিলেন না। বিভিন্ন রোগে প্রায়শই ভুগতেন। শেষের দিকে মৃত্যুচিন্তা এসে ভর করেছিল। অবশেষে ১৯৭১- এর ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে আকস্মিক মৃত্যু এসে হানা দিয়ে নিয়ে গেল না ফেরার দেশে। তখনও কি তারও মনে আক্ষেপ হয়েছিল-ত্ত হায়, জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে? পরিশেষে, তার অর্ধশত প্রয়াণ বার্ষিকীতে কৌতুহল উঠতে পারে এই পঞ্চাশ বছরেই বিস্মরণের ধুলিঝড় কি বইতে শুরু করেছে, নাহলে গত ২৩ জুলাই ১২৪তম জন্মদিনও কি এতটা নিরুত্তাপে কেটে যেতে পারত। প্রশ্ন জাগে, অধিকাংশ বাংলা দৈনিকে এদিনটির বিশেষ উল্লেখ তীর স্মরণে অন্ততঃ একটি অনুচ্ছেদও স্থান না পাওয়া কি নব্য বঙ্গ সংস্কৃতির দস্তর।

(সৌজন্যে-দৈ-স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সোমবার পুর নিগমের ডাম্পিং স্টেশন ঘুরে দেখেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

# দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মোগাদিশু, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): দুর্নীতির অভিযোগে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি মহম্মদ ফারমাজো নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন তদন্তপ্রক্রিয়া চলবে ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ রোবলে। আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী। নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে গেল পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতে। সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি মহম্মদ ফারমাজোর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ রোবলে দুর্নীতিগ্রস্ত, জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত তিনি। আগেই রোবলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ফারমোজের অভিযোগ ছিল, দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন রোবলে। এদিন ফারমোজে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলার কারণে আপাতত তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সময় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন উপপ্রধানমন্ত্রী মাহদি মহম্মদ গুলেদ। যতদিন না তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সাসপেন্ডেড থাকবেন মহম্মদ রোবলে।" এদিন সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি ফারমোজে বার্তা দেন, সাধারণ মানুষের জমি ক্রোক করা আটকাতে হবে। এইসঙ্গে দেশের আইনশৃঙ্খলার প্রতি নজর রাখতে হবে। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ রোবলে পর পর দুটি বৈঠক করার পরেই তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন রাষ্ট্রপতি ফারমোজে। তাঁর বক্তব্য, কৌশলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ারই চেষ্টা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী রোবলে। সোমালিয়ার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, দুই রাষ্ট্রনেতার আকচাআকচির কারণে দেশটির নির্বাচন প্রক্রিয়া ফের ব্যহত হতে চলেছে। যা ২০২২-এর আগে শেষ করার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত, সোমালিয়াতে ১ নভেম্বরে শুরু হয়েছে নির্বাচন। ২৭৫ জনের মধ্যে ২৪ জন সংসদ ইতিমধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন। এর পরই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত স্থগিত হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া। যদিও সোমালিয়ার নির্বাচন কমিশনের তরফে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছিল।

# কেন্দ্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেনি জানাল মিশনারিজ অফ চ্যারিটি

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাদের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেনি। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন বা এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশনে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় সংস্থার তরফেই ব্যাঙ্ককে লেনদেন বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিবৃতি জারি করে জানাল মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে আগেই প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল। এ বার মিশনারিজ অফ চ্যারিটিও বিবৃতিতে দিয়ে জানিয়ে দিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাদের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেনি। বৃতিতে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি জানিয়েছে, সংস্থার বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন বা এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কোনও নির্দেশও দেওয়া হয়নি। আমাদের জানানো হয়েছিল, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। সেই কারণেই সংস্থার তরফে লেনদেন বন্ধ রাখার কথা বলা হয়।

এর আগে কেন্দ্র এই বিষয়ে বিবৃতি দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির পুনর্নবীকরণের আবেদন খতিয়ে দেখার সময় বেশ কিছু গোলমেলে তথ্য তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেই সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ড মাথায় রেখেই মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির আবেদন খারিজ করেছে তারা। পুনর্নবীকরণের আবেদন আরও একবার খতিয়ে দেখার জন্য মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে কোনও রকম আবেদন করেনি।

এই রেজিস্ট্রেশন ২০২১-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৈধ ছিল। এই বৈধতা সাধারণ নিয়মেই চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দাবি, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তারা ফ্রিজ করেনি। বরং চ্যারিটিই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে সংস্থার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অনুরোধ করেছে। প্রেস বিবৃতির শেষ লাইনে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

মিশনারিজ অব চ্যারিটির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের খবর সামনে আসতেই হতবাক এবং স্তম্ভিত হয়ে টুইট করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা লেখেন, 'কেন্দ্র ভারতের মিশনারিজ অব চ্যারিটির সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। বড়দিনের উৎসবের সময় এটা শুনে আমি স্তম্ভিত। মিশনারিজ অব চ্যারিটির ২২ হাজার রোগী এবং কর্মী রয়েছেন। তাঁরা খাবার এবং ওষুধ ছাড়া কী করে থাকবেন?' টুইটে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। এখন জানা গেল মিশনারিজ অব চ্যারিটি নিজেই তাঁদের এসবিআই-কে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আর্জি জানিয়েছিল।

# চিনে ফের উর্ধমুখী সংক্রমণ, গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় জিয়ানে টানা লকডাউন

বেজিং, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : শুরু হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। তারপর বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন। ভয় ধরাচ্ছে করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টও। চিনের অন্যতম শহর জিয়ানে গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় লকডাউন জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। গত ৯ ডিসেম্বর থেকে জিয়ানে কোভিড ছড়াচ্ছে। সোমবার ১৬২ জন নতুন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। যা রবিবারের তুলনায় বেশি। এর মধ্যে সানসি প্রদেশের ১০ জন রয়েছেন। সানসির রাজধানী জিয়ানের ১৩ মিলিয়ন বাসিন্দা পাঁচদিন ধরে গৃহবন্দি রয়েছেন। দূরপাল্লার বাস প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শহরের মধ্যে ট্যাক্সি পরিষেবাও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। জিয়ান থেকে এখন পর্যন্ত ৫টি শহরে কোভিড ছড়িয়েছে। এর মধ্যে চিনের রাজধানী বেজিংও রয়েছে। সংক্রমণে রাশ টানার দিকেই আপাতত গুরুত্ব দিচ্ছেন চিন।

জিয়ান শহরে করোনা পরীক্ষার জন্য ৩০০০টি ক্যাম্প করা হয়েছে। ৪৫ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবককে কাজ লাগানো হচ্ছে। ১৭ হাজার ৫২৭ জন বাসিন্দাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা কোভিড আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছেন। ৪১ হাজার ৬৭১ জন হোটেল কোয়ারান্টিনে রয়েছেন। ২৮৩টি এলাকায় ১০টি পরিবার পিছু একজন করে নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে।

# ২৪ ঘন্টায় টিকা পেলেন ২৯.৯৩-লক্ষ প্রাপক, ভারতে ১৪১.৭০-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৮৩ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪১.৭০-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৪১,৭০,২৫, ৬৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৬৭.২৯-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ৭, ৫২,৯৩৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৭,২৯, ৩৬,৬২১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৭,৫২,৯৩৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৫৩১ জন।

# দৈনিক সংক্রমণ ৬-হাজারের উর্ধ্বেই ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪৭৯,৯৯৭

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে রোজই ওঠানামা করছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। কখনও বাড়ছে কখনও আবার কমে যাচ্ছে। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৫৩১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩১৫ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,১৪১ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.৪০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৭, ৫৮,৪১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৯২৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৫৩১ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৮৩ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৪১,৭০,২৫,৬৫৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে সোমবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৭৮-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৯,৯৯৭ জন (১.৩৮ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যে সুস্থতাই রোজ স্বস্তি দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭, ১৪১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪২,৩৭,৪৯৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৪০ শতাংশ। বিগত ৮৪ দিন ধরে ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার ২ শতাংশের নীচে।

# করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন সম্পর্কে স্থিতি স্পষ্ট করেছে সিপিএম

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে সিপিএমকে জড়িয়ে সামাজিক গণমাধ্যম সহ বিভিন্ন মাধ্যমে নানা বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ রটানো হচ্ছে। এ সব ভিত্তিহীন খবরের কোনও সত্যতা নেই বলে দাবি করেছেন সিপিআই (এম)-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী।

আজ সোমবার ধর্মদাস এক প্রেস বার্তায় জানান, ইদানীংকালে রাতাবাড়িতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে সিপিআই (এম)-কে জড়িয়ে যে সংবাদ ছড়ানো হচ্ছে, তা বিভ্রান্তিকর এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যা জেলাবাসীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে।

মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে সিপিআই (এম)-এর অবস্থান খুবই সুস্পষ্ট। সিপিআই (এম) প্রথম থেকেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের গাইডলাইন মেনে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে জেলায় বিভিন্ন আন্দোলনও সংগঠিত করেছে দল। মেডিক্যাল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী যে অভিন্ন নির্দেশিকা রয়েছে করিমগঞ্জ জেলায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির জন্য শাসকদল এর বিরোধিতা করছে এবং জেলার জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে জেলার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প মেডিক্যা ল কলেজ স্থাপনকেই নস্যাৎ করার চক্রান্ত করছে।

এ বিষয়ে সিপিআইএম-এর সুস্পষ্ট অবস্থান এবং দাবি হল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের অভিন্ন নির্দেশিকা মেনে রাজ্য সরকার স্পষ্ট অবস্থান নিক এবং করিমগঞ্জ জেলায় অতি সত্ত্বর মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সরকারি সুনির্দিষ্ট কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করুক। জেলাবাসীর স্বার্থে বিজেপির ভোটের চিরাচরিত ভেদবাদী সংকীর্ণ রাজনীতি থেকে সরকার নিজের দূরত্ব স্পষ্ট করারও দাবি জানিয়েছে সিপিআই (এম)-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটি।

# উত্তরাখণ্ডে মহারানা প্রতাপ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে: মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদুন, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : খেলাধুলার প্রসারের স্বার্থে আগামীদিনে উত্তরাখণ্ডে মহারানা প্রতাপ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি বলেন, ক্রীড়াবিদরা খেলাধুলার প্রসারেোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাও পেতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী ভারতের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় লক্ষ্য সেনকে সম্মান জানান এবং তাকে ১৫ লাখের একটি চেক উপহার দেন। লক্ষ্য সেনের বাবা-মাকেও সম্মান জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লক্ষ্য সেন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে দেশ ও রাজ্যের খ্যাতি এনে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, লক্ষ্য সেন আসন্ন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতে দেশ ও রাজ্যের খ্যাতি বয়ে আনুক। আমরা সকলেই লক্ষ্য সেনের সেই লক্ষ্য অর্জন কামনা করি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া নীতি-২০২১ রাজ্য সরকার ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের প্রসারের জন্য এগিয়ে এসেছে। রাজ্যে মহারানা প্রতাপ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক যুবক খেলাধুলায় যোগ দিতে পারে। তরুণদের মধ্যে জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মেধা বিকাশের জন্য যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। "সুস্থ যুব সুস্থ উত্তরাখণ্ড" প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ওপেন জিম খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

# মহারাষ্ট্রে ২৬ জন ওমিক্রন সংক্রমিত, মোট সংক্রামিত সংখ্যা ১৬৭

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : সোমবার মহারাষ্ট্রে নতুন করে ২৬ জন ওমিক্রন সংক্রমণ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। রাজ্যে মোট ওমিক্রন সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে ১৬৭ জন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭২ জন ওমিক্রন সংক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সোমবার মুম্বইতে ১১ জন, রায়গড় জেলায় ৫ জন, থানে ৪, নান্দেদে ২ এবং পুনে গ্রামীণ, পালঘর, ভিওয়ান্ডি-নিজামপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং নাগপুরে ১ জন নতুন করে ওমিক্রনে সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা রয়েছেন। এই ২৬ জনের মধ্যে ওমিক্রন চারজনের জনের বয়স ১৮ বছরের কম এবং দুজনের জনের বয়স ৬০ বছরের বেশি। এর মধ্যে ২৪ জন ওমিক্রন আক্রান্ত বিদেশ থেকে এসেছেন এবং ২ জন ওমিক্রন আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং নমুনা পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

# হাফলঙে বমাল ধরা পড়েছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত বিহাড়ার এক গাঁজা বিক্রেতা

হাফলং (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গাঁজা বিক্রি করতে এসে হাফলঙে হাতেনাতে ধরা পড়েছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত বিহাড়ার এক ব্যক্তি। ধৃতকে বিহাড়ার গোপাল শুক্লবৈদ্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার গাঁজা বিক্রি করতে হাফলং শহর লাগোয়া তপডিসা গ্রামে গিয়েছিল গোপাল। কিন্তু গ্রামরক্ষী বাহিনী (ভিডিপি)-র সদস্যের হাতে ধরা পড়ে যায় কাছাড় জেলার বিহারা বাজারের বাসিন্দা গোপাল শুক্লবৈদ্য। তপডিসা গ্রামের ভিডিপি সদস্যরা গোপাল শুক্লবৈদ্য নামের ওই ব্যক্তির কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করেছেন। পরবর্তীতে গাঁজা বিক্রেতাকে তপডিসা গ্রামের ভিডিপি সদস্যরা হাফলং পুলিশের কাছে সমঝে দেয়।

পুলিশের জেরারয় গোপাল শুক্লবৈদ্য জানিয়েছে, দীর্ঘ আট বছর থেকে সে হাফলঙের রামনগরে একটি ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। কিন্তু লকডাউনের সময় থেকে কাজ না থাকায় সে শিলচর থেকে গাঁজা এনে হাফলঙে বিক্রি করত। পুলিশি জেরায় গোপাল শুক্লবৈদ্য আরও জানিয়েছে, সে এই গাঁজাগুলি শিলচরের মালুগ্রাম থানার অন্তর্গত মণিপুরি বস্তি থেকে নিয়ে এসে হাফলঙে বিক্রি করত। তপডিসা গ্রামের ভিডিপি সদস্যরা গোপাল শুক্লবৈদ্যের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করার পাশাপাশি তার কাছ থেকে গাঁজা ক্রেতাদের একটি তালিকা উদ্ধার করেছে। এই তালিকায় তার কাছ থেকে গাঁজা গ্রাহকদের নাম ও মোবাইল নম্বরও রয়েছে। ওই সব গ্রাহকরা ফোন করে তার কাছ থেকে গাঁজা কিনে বলে গোপাল শুক্লবৈদ্য পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে। বর্তমানে গোপাল শুক্লবৈদ্য হাফলং পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

# কালাইনে রাস্তা মেরামতির আন্দোলন বানচাল করতে এসকেভেটর দিয়ে পথচারী শিক্ষকের প্রাণনাশের চেষ্টা, জেসিবি মালিক-চালকের শাস্তির দাবিতে উত্তেজিত মহিলাদের থানা ঘেরাও, আটক এক

কালাইন (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছে কালাইন বাগান রোড। বেহাল রাস্তা সংস্কারের আন্দোলনকে বানচাল করতে গিয়ে একের পর এক বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে এবার জনৈক পথচারী শিক্ষকের প্রাণনাশের বেপরোয়া চেষ্টায় উত্তাল হয়ে উঠেছে কালাইন বাগান রোড এলাকা। জেসিবি চালক ও মালিকের শাস্তির দাবিতে কালাইন পুলিশ পেট্রোল পোস্ট ঘেরাও করেন অসংখ্য উত্তেজিত মহিলা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতকরূপী এসকেভেটর (জেসিবি) বাজেয়াপ্ত করে তার সহচালককে আটক করেছে।

বেহাল রাস্তা মেরামতির জোরালো দাবিতে সরব হয়েছেন কালাইন বাগান এলাকার মানুষ। পাথরমাফিয়ারা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে আন্দোলনের নামে একদিনও রাস্তা অবরোধ করা চলবে না। কারণ রাস্তা বন্ধ থাকলে প্রতিদিন শো-শো ওভারলোডেড ট্রাক বা ট্রিপার যাতায়াতে ব্যাঘাত ঘটবে। আর মাত্রাতিরিক্ত পাথর বোঝাই অসংখ্য ট্রিপার এতদিন কোয়ারিতে প্রবেশ করতে না পারলে কম সময়ে অধিক লাভের মুখ দেখতে পারবে না পাথর মাফিয়াচক্রের লোকরা।

এমন-কি রাস্তা মেরামতির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে একাধিকবার আন্দোলন সাব্যস্ত করেছেন কালাইন বাগান, পোস্ট অফিস রোড, সুন্দাউরা, বৈকুণ্ঠপুর এলাকার সর্বশ্রেণির ভুকোগী জনগণ। কিন্তু জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফলে কালাইন পাথর কোয়ারি থেকে দেদার গতিতে চলে আসা ওভারলোডেড পাথরবাহী ট্রিপারগুলো চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এতেই দেখা দেয় বিপত্তি। পাথর ব্যবসায়ী সিন্ডিক্যাটের অবৈধ বেআইনি মুনাফা আদায়ের ক্ষেত্রে পরিপন্থী পরিস্থিতি দেখা দেয় বেহাল রাস্তা মেরামতির ধারাবাহিক আন্দোলন। তাই অনেকাংশে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে প্রশাসনিক যন্ত্রকে ভুল পথে পরিচালিত করে রাস্তার আন্দোলনকে বানচাল করার ব্লু-প্রিন্ট আগে থেকেই তৈরি করেছিল কুখ্যাত পাথর ব্যবসায়ী চক্র। আজ সোমবার কালাইন বাগান রোডের করুণ ও পরিকল্পিত এক হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত করতে চেয়েছিল ওই চক্র। পাথরের অবৈধ ব্যবসাচক্রের চূড়ান্ত রক্ত চক্ষুর শিকার হতে হয়েছে কোভিড ডিউটিতে নিয়োজিত পথচারী এক স্কুল শিক্ষককে। শিক্ষকের নাম রূপম বর্ধন। নিরপরাধ স্কুল শিক্ষক রূপম বর্ধন সকাল নয়টায় নিজের বাইক নিয়ে কোভিড ডিউটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঘর থেকে এক কিলোমিটার দূরে কালাইন বাগান রাস্তায় আসার পর রাস্তায় কিছুসংখ্যক লোক জমায়েত রয়েছে দেখেন। একটু এগিয়ে যাওয়ার পর একটি জেসিবি গাড়ি যেন কোনও মতেই রাস্তা দিতে চাইছে না। ডিউটিতে যেতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে শিক্ষক রূপম বারবার হর্ন বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু জেসিবিটি তাঁকে পাস দিয়েও আকস্মিকভাবে রাস্তার ডান দিকে মোড় নিয়ে চলন্ত বাইকের রাস্তা আগলে দেয়। এভাবে পর পর তিনবার এএস ১১ ডিসি ৩৭৬৭ নম্বরের জেসিবি দিয়ে বাইকের মধ্যে সজোরে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে জেসিবি চালক। শিক্ষক রূপম বর্ধনের আর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে তাঁকে খুন করার জবরদস্ত চেষ্টা চলছে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে শিক্ষক রূপম কোনও রকম বাইক থামিয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে পার্শবর্তী কানাইলালের বাড়ির সামনে জেসিবিটি আটকাতে সক্ষম হন গ্রামের লোকজন। শিক্ষকের প্রাণনাশের লক্ষ্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠা জেসিবি চালককে আটকে রেখে পুলিশে সমঝে দেন স্থানীয় জনতা। একদিকে রাস্তায় আন্দোলন চলছে। অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের হুমকি ধমকি দিয়ে বেশ কয়েকটি লরি পাথর কোয়ারিতে প্রবেশ করেছে। আবার একই সঙ্গে অপর একটি জেসিবি গাড়ি পথচারী এক শিক্ষকের প্রাণনাশের চেষ্টায় মদমত্ত আচরণকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কালাইন বাগান রোডে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, জেসিবির মালিক ময়নুল হক শিক্ষক রূপম বর্ধনের বুকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে টার্গেট করে গালিগালাজ করতে শুরু করে। রূপমকে নাকি কেটে মেরে আগুনে জ্বালিয়ে শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে বেপরোয়া জেসিবি মালিক তথা কালাইন পাথর কোয়ারির মহালদারের নিকটাত্মীয় ময়নুল হক। ময়নুল হকের হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখে চরম আতঙ্কজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলে। এভাবে জেসিবি মালিক ও চালকের চরম হিংসাত্মক কার্যকলাপের সময় স্থানীয় পুলিশ তথা পুলিশের টোল ফ্রি নম্বরে বারংবার ফোন করা হলেও কোনও পুলিশ কর্মীর দেখা পাননি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন উত্তেজিত জনতা।

পরে কালাইন পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ ধনেশ্বর দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে উল্টে রক্ষক যেন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের স্পষ্ট অভিযোগ, জেসিবি দিয়ে প্রাণনাশের শিকার শিক্ষক ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের ওপর উল্টো শাঁসানি শুরু করেন দারোগাবাবু! জেসিবির ঘটনার বিবরণ শুনে ইনচার্জ ধনেশ্বর দাস নাকি বারবার বলেছেন, জেসিবির চালক শিক্ষককে ধেয়ে গেলেও মারতে পারেনি তো? এভাবে একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার হয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার পাশাপাশি একসময় শিক্ষক রূপমের ভাই রতন বর্ধনের শরীরে ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন ইনচার্জ দাস।

ক্ষুব্ধ জনতা আরও জানান, পুলিশ এসে হামলাকারী জেসিবি গাড়িটি থানায় নিয়ে গেলেও চালক ও জেসিবির মালিকের পক্ষ ধরে কথাবার্তা শুরু করেন ইনচার্জ ধনেশ্বর দাস। জেসিবি মালিকের ঠেলাধাক্কায় বুকে আঘাতপ্রাপ্ত শিক্ষক রূপম বর্ধন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে ইনচার্জ নাকি ধমক দিয়ে বলেন, 'মামলা করলে জেসিবি মালিকও তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে।' এভাবেই সংবাদ মাধ্যমের কাছে পুলিশের ভূমিকা তুলে ধরেন ক্ষুব্ধ জনতা। যদিও শিক্ষক রূপম বর্ধন ওই জেসিবি মালিক ময়নুল হক ও চালক দুজনের বিরুদ্ধে ঘটনার বিবরণ লিখে এফআইআর দায়ের করেছেন।

এদিকে রাস্তার দাবিতে চলমান আন্দোলন বানচাল করতে ২৪ ডিসেম্বর আটজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কালাইন পাথর মহালদারের লেসি তাজ উদ্দিন। এই মামলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রহস্যময় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রাস্তার আন্দোলন ফুৎকারে উড়িয়ে পুলিশি যন্ত্রের ধমক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য এবং পাথর ব্যবসার মুনাফা আদায়ের জন্য স্থানীয় লোভী একাংশ বিজেপি নেতার অঙ্গুলি হেলনে নাকি আন্দোলনকারীদের কণ্ঠরোধ করতে মামলা করেছেন তাজ উদ্দিন।

গণঃঅভিযোগ, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে লিপ্ত পুলিশ, রাস্তা মেরামতির ন্যায্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চলমান আন্দোলনের জেরে অপ্রীতিকর ঘটনার প্রবল আশঙ্কাজনক সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা না করে প্রতিদিন অসংখ্য ট্রাক পাথর কোয়ারিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বন বিভাগের দায়সাড়া ছাড়পত্র, স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্থিতি, পাথর ব্যবসার আধিক মুনাফা আদায়জনক কার্যকলাপে লিপ্ত মহালদার তথা ব্যবসায়ী চক্র এবং সর্বোপরি লাভজনক কালাইন পাথর কোয়ারির ব্যবসা সিন্ডিক্যাটের অনুগামী শাসক দলের স্থানীয় একাংশ নেতৃবর্গের উস্কানিমূলক ভূমিকার দরুন যে কোনও সময় প্রাণনাশের ঘটনা সংঘটিত হলে অবিশ্বাসের কিছু থাকবে না। এলাকার সচেতন মহলের এমনটাই অভিমত।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## রোমকূপের সমস্যা ও সমাধান

ওপেন পোরস আপনার ত্বককে করে তুলতে পারে জৌলুসহীন। বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক দেখতে লাগে ত্বক। ব্ল্যাক হেডস, ব্রণর সমস্যা বাড়ে বিশেষ করে তাদের, যাদের তৈলাক্ত ত্বক। অনেকেই এই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে নানা রকমের প্রসাধনী ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেক সময় তা ত্বকের উপযুক্ত না হওয়ার ফলে, লাভের চাইতে ত্বকের ক্ষতিই হয় বেশি। এর থেকে মুক্তি পেতে, ঘরোয়া উপায়ে সমস্যার সমাধান করবেন কীভাবে, জেনে নিন।

**কমলালেবুর খোসা ও বাদাম**

রোমছিদ্র খোলা অবস্থায় বেশি দেখা যায় যখন ত্বক তৈলাক্ত হয়। মুখ ও নাকের চারপাশের পোরস নির্মূল করার সঙ্গে সঙ্গে, ত্বক পরিষ্কার করার বিষয়টিও মাথায় রাখা জরুরি। স্কিন এক্সফোলিয়েনই এর একমাত্র সমাধান। এর জন্য কমলালেবুর খোসা ও বাদাম একসঙ্গে বেটে, ন্যাচারাল স্ক্রাব তৈরি করুন। এই স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোশগুলি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। এর ফলে উন্মুক্ত রোমকূপের সমস্যা থেকেও পরিত্রাণ মিলবে।

**দই দিয়ে ত্বক টানটান**

রোমছিদ্র বন্ধ করতে ও ত্বকের দাগছোপ কমাতে দইয়ের বিকল্প নেই। স্নানের আগে ১০ মিনিট দই লাগিয়ে রাখুন মুখে। দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড পোরস বন্ধ করতে সহায়ক। ত্বকের টানটান ভাব ফিরিয়ে আনতে, মরা কোশ ঝরাতে এবং ত্বকের অতিরিক্ত তৈলভাব দূর করতে সাহায্য করে দই।

**ডিমের সাদা অংশ ও লেবুর রস**

ডিমের সাদা অংশ ত্বকের অতিরিক্ত তেল বের করে আনতে সাহায্য করে। এটা লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাক হিসাবে লাগালে, পোরসও কমে যায়। ত্বকের রং উজ্জ্বল করতে, ত্বককে টাইট করতেও এটি সহায়ক। একটি পাত্রে ডিমের সাদা অংশটার সঙ্গে অর্ধেক ভাগ লেবু মিশিয়ে তৈরি এই প্যাক, মুখে ১০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। টান ধরলে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন লাগান এই প্যাক।

**অ্যাপেল ভিনিগার**

অ্যাপেল ভিনিগার এই প্রাকৃতিক অ্যাস্ট্রিনজেন্ট এবং টোনার। এটি ত্বকের বাড়তি তেল বের করে আনার পাশাপাশি, ব্ল্যাক হেডস নির্মূল করে। পোরস কমিয়ে ত্বক টানটান করতেও এটি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। একটা পাত্রে সমপরিমাণে ভিনিগার ও জল মেশান। এবার একটা তুলো এই মিশ্রণে ডুবিয়ে তুলোটা মুখে বুলিয়ে নিন। দশ মিনিট পর ভালো ভাবে মুখ ধুয়ে নিন। প্রতিদিন রাতে এভাবে মুখ পরিষ্কার করা যায়।

**লেবুর রস, শশা ও গোলাপজল**

পোরস কমাতে লেবুর রস অব্যর্থ। লেবুর রসে প্রাকৃতিক ভাবেই এনজাইমস থাকে। এগুলি স্কিন রিজুভিনেশনে অত্যন্ত কার্যকর। ১ চামচ লেবুর রস, ১ কাপ গোলাপজল ও ১/২ চামচ শসার রস ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণ পোরস-এর উপর লাগান। পোরস কমিয়ে ত্বকে ঔজ্জ্বল্য আনে এই মিশ্রণ।

## লাল শাক একটি জনপ্রিয় শাক

লাল শাক একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাল শাক চাষ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। একজন বেকার নারী বা পুরুষ নিজের কর্মসংস্থান ব্যবস্থার জন্য নিজের জমিতে অথবা বর্গা নেওয়া জমিতে লাল শাক চাষ করে ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

চাষের সময় : সারা বছরই লাল শাক আবাদ করা যায়। তবে ভাদ্র-পৌষ পর্যন্ত বেশী চাষ হয়।

**পুষ্টিগুন :** লাল শাকে প্রচুর ভিটামিন এ, বি, সি ও ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

**জাত :** আলতা পেটি ২০, রক্ত লাল, বারি লালশাক ১, ললিতা, রক্তরাঙ্গা, পিংকি কুইন, রক্তজবা ও স্থানীয় জাত।

**বারি লালশাক-১ জাতের বৈশিষ্ট:**

১। আমাদের দেশে বারি লালশাক-১ জাতের শাক চাষ ১৯৯৬ সালে অনুমোদন হয়।

২। এ শাকের পাতার বোটা ও কান্ড নরম ও উজ্জ্বল লাল রঙের হয়।

৩। প্রতি গাছে ১৫ থেকে ২০টি পাতা থাকে।

৪। গাছের উচ্চতা ২৫-৩৫ সে.মি. এবং ওজন ১০-১৫ গ্রাম হয়ে থাকে।

৫। এ শাকের ফুলের রঙ লাল এবং বীজ গোলাকার হয়।

৬। বীজের উপরিভাগ কালো ও কিছুটা লাল দাগ মেশানো থাকে।

**জলবায়ু :** সারাবছরই লালশাক চাষ করা যায়। তবে শীতের শুরুতে লাল শাকের ফলন বেশি হয়।

**মাটির প্রকৃতি :** প্রায় সব ধরণের মাটিতেই লাল শাক চাষ করা যায়। তবে বেলে দোঁ-আশ থেকে এঁটেল দোঁ-আশ মাটি এবং যেখানে পানি জমে না এমন জমিই চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

**জমি তৈরি ও বীজ বপন :**

১। লাল শাক চাষের আগে জমি খুব ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। জমি ও মাটির অবস্থা বুঝে ৪-৬টি চাষ ও মই দিতে হবে।

২। লাল শাকের বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। তবে সারিতে বীজ বপন করা সুবিধাজনক।

৩। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২০ সে.মি. রাখতে হবে।

৪। একটি কাঠি দিয়ে ১৫-২০ সে.মি. গভীর লাইন টেনে সারিতে

বীজ বুনে মাটি সমান করে দিতে হবে।

**সার প্রয়োগ :** কৃষকদের মতে গুণগত মানসম্পন্ন ভালো ফলন পেতে হলে লাল শাক চাষের জমিতে যতটুকু সম্ভব জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

**সারের পরিমাণ**

সার এক শতকে হেক্টর প্রতি

গোবর ৪০ কেজি ১০ টন

ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম ১২৫ কেজি

টিএসপি ৩০০ গ্রাম ৭৫ কেজি

এমওপি ৪০০ গ্রাম ১০০ কেজি

**পরিচর্যা:** ঘন জায়গা থেকে চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে। ছিটিয়ে বোনা হলে প্রতি বর্গমিটারে ১০০ থেকে ১৪০ টি গাছ রাখতে হবে। সারিতে বোনা হলে প্রতি লাইনে ৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গাছ রাখতে হয়। ৪-৫ দিন পর পর সেচ দিতে পারলে ভাল। তাছাড়া পরিস্কার করে সময়মত মাটি আলগা করে দিতে হবে।

**রোগবালাই**

**শুয়া পোকা:** এ পোকা গাছের পাতা খেয়ে সমুহ ক্ষতি করে থাকে। ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি, রক্সিয়ন ৪০ ইসি, ইকালাক্স ২৫ ইসি ঔষধগুলোর যেকোন একটি ১.১ লিটার পানিতে মিশিয়ে এক হে: জমিতে স্প্রে করতে হবে।

**মরিচা রোগ:** এ রোগ গাছের শিকড় ছাড়া সকল অংশকেই আক্রমণ করে। সাদা অথবা হলুদ দাগ পাতার নিচে দেখতে পাওয়া যায়। পরে সেগুলো লালচে বা মরিচা রং ধারন করে এবং পাতা মরে যায়।

প্রতি লিটার জলে ১.৫ গ্রাম ডাইথেন এম — ৪৫ ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

**ফসল সংগ্রহ:** বীজ বোনার ৩০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে শাক খাওয়ার উপযুক্ত হয়। একসাথে শাক সংগ্রহ না করে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করা ভালো।

## পাথুরে স্থাপত্য আর ভাস্কর্য নিয়ে অনন্য সৈকতশহর মহাবলিপুরম

তামিলনাড়ুর সৈকতশহর মহাবলিপুরম বা মামাল্লাপুরমের সৌধগুলি ১৯৮৪ সাল থেকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত। রথ, মণ্ডপ বা গুহামন্দির, কাঠামো মন্দির এবং পাথরে ব্যাস-রিলিফ সহ প্রায় ৪০টি দর্শনীয় স্থান আছে 'সাত প্যাগোডার দেশে'। পৃথিবীর দীর্ঘতম গুহামন্দির এখানেই অবস্থিত। এবং এই গুহার মূর্তিগুলি পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানকার বেশির ভাগ স্তম্ভই পল্লব রাজাদের আমলে তৈরি। নির্মাণকাল আনুমানিক সপ্তম শতক। এই মহাবলিপুরম ছিল বন্দরনগরীও। এই সমুদ্রবন্দর থেকে বণিকেরা মধ্য এশিয়া যেতেন বাণিজ্যে। তা হলে চলুন, ঘুরে নেওয়া যাক মহাবলিপুরম।

**রথমন্দির**

পাথর কেটে তৈরি এই মন্দিরগুলির রথের আদল। তাই বলা হয় রথ। নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল সাতের শতকে নরসিংহবর্মনের আমলে। তবে তাঁর মৃত্যুর পর নির্মাণকাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। এই রথগুলিকে বলা হয় পাণ্ডব রথ। এখানে মোট সাতটি রথমন্দির আছে, এর মধ্যে পাঁচটি রথ পঞ্চপাণ্ডবের নামে নামাঙ্কিত। যেমন ধর্মরাজ রথ, ভীম রথ, অর্জুন রথ, নকুল রথ ও সহদেব রথ। এবং বাকি রথদু'টির নাম দ্রৌপদী রথ এবং গণেশ রথ। প্রতিটি রথ মনোলিথিক অর্থাৎ এক একটি পাথর কেটে তৈরি। দ্রৌপদী রথ বাংলার চালাঘরের মত, অর্জুন রথ বৌদ্ধবিহারের আদলে তৈরি, ভীমরথ ত্রিতলিকা পিরামিডধর্মী ধর্মরাজ রথ আয়তাকার আর বৌদ্ধ চৈত্যের শৈলীতে নির্মিত নকুল ও সহদেব রথ। মন্দিরগুলি অসম্পূর্ণ, তাই পুজো হয় না।

**মণ্ডপ তথা গুহামন্দির**

পাহাড়ে গুহা কেটে এই মন্দিরগুলি তৈরি করা হয়েছে। এখানে মোট ১১টি মন্দির আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বরাহ মণ্ডপ, কৃষ্ণ মণ্ডপ, গণেশ মণ্ডপ এবং মহিষাসুরমর্দিনী মণ্ডপ। ইতিহাসবিদদের মতে, এই মন্দিরগুলি মামাল্লা শৈলীতে তৈরি। বেশির ভাগই তৈরি হয়েছে সপ্তম শতকে, কিছু অষ্টম শতকেও তৈরি

হয়েছে, যেমন আদিরণচণ্ড গুহা। এই গুহাগুলির মধ্যে কৃষ্ণ মণ্ডপ প্রাচীনতম, সুন্দরতম এবং বৃহত্তম। ইন্দ্রর রোষাণল থেকে গোপ-গোপীদের রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন পাহাড় তোলার দৃশ্য রূপ পেয়েছে এই গুহায়। নানা পৌরাণিক আখ্যান মণ্ডিত বরাহ মণ্ডপ। বাকি গুহাগুলিও নানা ভাস্কর্যমণ্ডিত। পল্লব ভাস্কর্যের শিল্পসুষমায় অনবদ্য মহিষাসুরমর্দিনী মণ্ডপ।

**পাথরে ব্যাস-রিলিফ**

খোলা আকাশের নীচে পৃথিবীর সব চেয়ে ব্যাস-রিলিফের কাজ অর্জুনের তপস্যা বা ভগীরথের তপস্যা মহাবলিপুরমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এক পাহাড় কুঁদে এই ব্যাস-রিলিফ তৈরি হয় ৬৩০-৬৭০ খ্রিস্টাব্দে। আত্মীয় নিধনের পাপ থেকে বাঁচতে শিবকে তুষ্ট করে এক পায়ে বর প্রার্থনা করছেন অর্জুন, কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ, হস্তী পরিবারের কারিকুরি, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, শিবের জটা থেকে গঙ্গার অবতরণ, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান ইত্যাদি মূর্ত হয়েছে এই ব্যাস-রিলিফে।

**কাঠামো মন্দির**

সমুদ্রসৈকতের সাতটি মন্দিরের জন্য মহাবলিপুরমকে বলা হত 'সাত প্যাগোডার দেশ'। ছ'টি সমুদ্রগর্ভে। অক্ষত রয়েছে একটি এবং সেই অনন্য মন্দিরটি হল পাঁচ তলা শোর টেম্পল। সমুদ্রের তীরে অবস্থানের জন্য এই মন্দিরটির এমন নাম। পল্লবরাজ রাজা সিংহর (৭০০-৭২৮ খ্রিস্টাব্দ) তৈরি। দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে ধর্মরাজ রথের আঙ্গিকে পিরামিডের আদলে তৈরি এই মন্দির। এই মন্দিরচত্বরে মোট তিনটি মন্দির আছে যার মধ্যে একটি বড়ো ও দু'টি তুলনায় ছোটো। প্রধান মন্দিরটি ৬ ফুট উঁচু এবং মন্দিরগাত্রে শ্রীকৃষ্ণের নানা ভাস্কর্য খোদিত। অন্য দু'টি মন্দিরের নাম নৃপতিসিংহ পল্লব বিষ্ণুগৃহ এবং রাজাসিংহেশ্বর।

**অন্যান্য দ্রষ্টব্য**

মহাবলিপুরমের আরেক আকর্ষণ ব্যালান্সিং রক, ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে রয়েছে গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম। আর মহাবলিপুরমের সাগরবেলার আকর্ষণও ফ্যালনা নয়।

**কী ভাবে যাবেন**

ভারতের প্রায় সব বড়ো জায়গার সঙ্গে চেন্নাই ট্রেন ও বিমানপথে যুক্ত। চেন্নাই থেকে মহাবলিপুরম, ৫৭ কিমি। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত মুহুর্মুহু বাস যায়। তা ছাড়া গাড়ি ভাড়া করেও চলে আসতে পারেন।

**কোথায় থাকবেন**

রয়েছে তামিলনাড়ু পর্যটনের হোটেল তামিলনাড়ু। এ ছাড়া বিভিন্ন দামের ও মানের প্রচুর বেসরকারি হোটেল আছে। নেটে সার্চ করলেই পাওয়া যায়।

## শৈব তীর্থ পাতাল ভুবনেশ্বর ভ্রমণ

উচ্চতা মাত্র ১৩৫০ মিটার কিন্তু স্থানমাহাত্মে ও প্রাচীনতায় এই শৈব তীর্থের স্থান আনেক উচ্চে। স্কন্দপুরানের 'মানস কাণ্ডে' এই তীর্থের উল্লেখ আছে। কৈলাশ ও মানস সরোবরসহ হিমালয় ভ্রমণের সময় আদি শঙ্করাচার্জ এখানে এসেছিলেন। তখন থেকে ভাণ্ডারীরা বংশানুক্রমে মহাদেবের পুজো করে আসছেন।

**কিভাবে যাবেনঃ**

কোলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে কাঠগদাম পৌঁছে গাড়িতে আলমোরা হয়ে পাতাল ভুবনেশ্বর।

**কী দেখবেনঃ**

পাতাল ভুবনেশ্বরে কেবল একটা মাত্র গুহা নয়, দেখবেন গুহার ভেতরে একাধিক গুহা ভেতরের দিকে নেমে গেছে। গাইড

আপনাকে পথ চিনিয়ে সঠিক গুহায় নামাবেন।

আধো অন্ধকার গুহার অভ্যন্তরে আপনাকে লোহার শিকল ধরে বসে বসে নামতে হবে। আনেকটা নিচে পাতাল ভুবনেশ্বর শিবের গুহা। গুহার ভেতরে দেখবেন প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়ে ওঠা শিল্পকর্ম।

এগুলো প্রকৃতপক্ষে চুনাপাথরের জল চুঁইয়ে পড়ে সৃস্ট স্ট্যালাগমাইট ও স্ট্যালাকটাইট। তবে বিস্মিত হতে হয় শিবের জটার মতো দেখতে স্ট্যালাকটাইট ফরমেশন দেখে। এছারাও দেখবেন শেষনাগ, গরুড়, কামধেনু বা হাতির মতো দেখতে বিচিত্র পাথরের রূপ। গুহায় প্রবেশের জন্য গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক।

পাতাল ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করে দেখুন-গঙ্গোলিহাটে মহাকালিকা মন্দির (১৪ কিমি)। বেনীনাগে চা বাগান (২৭ কিমি)। বেনীনাগ মন্দির। বিভিন্ন ভিউপইয়েন্ট থেকে পঞ্চচুল্লির অনবদ্য রূপবাহার।

## শেড নেট পদ্ধতিতে চাষ

শেড নেট পদ্ধতিতে চাষাবাদ হলো সবথেকে জনপ্রিয় এক পন্থা উ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লোহা-সিমেন্টের ছায়া-জাল-ঘরে (শেড নেট হাউস) চাষ করে উপকৃত হয়েছেন বহু কৃষকভাইরা। যেমন বেড়েছে ফসলের গুণগতমান তেমন বেড়েছে লাভের পরিমান উ পান চাষে শেড নেটের ব্যবহার কয়েক বছর ধরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই বাংলায়। শুধু পান চাষ না, আরও অনেক কিছুই চাষ করা যায় এই পদ্ধতি অবলম্বনে।

**শেড নেট:**

সাধারণত, শেড নেট হলো এইচডিপিই বা প্লাস্টিকের তৈরী একটি জাল যা মূলত ফসলকে রক্ষার জন্য ও সূর্য্যের বিকিরণ ও তাপমাত্রা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। শেড নেট তৈরী করা হয় শেড নেটের ভিতরে সূর্য্যের আলো কতটুকু কমিয়ে ফেলবে তার উপর ভিত্তি করে এবং এর পরিমাণ ২০-৯০ শতাংশ হয়ে থাকে। শেড নেট বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে যা বিকিরণ, তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার হয়।

মূলত শেড নেট হাউজ ও গ্রীনহাউজ দুটোই একই উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় উ যা খোলামেলা পরিবেশ থেকে আলাদা একটি পরিবেশ গড়ে তোলে অর্থাৎ যেখানে সুন্দর ও সাবলীলভাবে ফসল বেড়ে উঠবে। প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কীটপতঙ্গ, পাখি, শিলাবৃষ্টি ও দ্রুত বেগের বাতাস, কুয়াশা বা তুষারপাত, অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে ফসলকে রক্ষা করা। তবে, শেড নেট হাউজ ও গ্রীনহাউজ এর পার্থক্য মূলত ব্যবহার, কাঠামো, পরিবেশ, উদ্দেশ্য, স্থায়িত্ব ইত্যাদি। তাছাড়া মূল কাজ একই। শেড নেট হাউজ সবসময় ঠান্ডা থাকে তাই যে সকল ফসল ঠান্ডায় খুব ভালভাবে জন্মাতে পারে সেই ফসলগুলি এখানে চাষের জন্য সুবিধাজনক। অন্যদিকে গ্রীনহাউজ ইউভি পলিথিন দিয়ে ঢাকা থাকে তাই

যে ফসলগুলো গরমে তুলনামূলক ভাল জন্মাতে পারে সেগুলো চাষ করা উত্তম। তাপমাত্রা, আলো ও পরিবেশ পুরো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এখানেও সব ধরনের সবজি চাষ করা যায়।

**কেন শেড নেট ব্যবহার করা হয়**

প্রধানত, শেড নেট আলোর বিকিরণকে কমিয়ে ছায়া যুক্ত একটি পরিবেশ তৈরি করে। সূর্য্যের ক্ষতিকর রশ্মি কমিয়ে ফেলার কারনে এখানে ফসল অত্যন্ত ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে। সবজি চাষের জন্য শেড নেট ব্যবহার করলে সাধারণত খোলা জায়গার চেয়ে ৩৫-৫০ শতাংশ বেশি উৎপাদন হয়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল নির্দিষ্ট ঋতুকাল ছাড়াই বছরব্যাপী শেড নেট হাউজে ফসল চাষাবাদ করা যায়।

**সব্জি ফসল চাষে শেড নেটের ব্যবহার:**

টমেটো, শসা, লেটুস, মরিচ, ক্যাপসিকাম, কপি, ধনেপাতা বা পালং শাক, ফুল ইত্যাদি খোলা মাঠে চাষ করতে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। বর্তমানে নানা উন্নত জাত গরমে চাষ সম্ভব হলেও গুণমান ভালো পাওয়া যায়না। রোগপোকা ঠেকাতে স্প্রে করতে হয় বেশী। সেজন্য বর্তমানে ৫০ সবুজ শেডনেট ফসলের ১০-১৫ ফুট উপরে বাঁশ, সিমেন্টের পিলার বা স্টিল এর কাঠামোর উপর দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করলে এই সব সব্জি চাষ খুব ভালো ভাবে করা সম্ভব উ যা কৃষকদের এনে দেবে ব্যাপক লাভ

**পান চাষে শেড নেটের ব্যবহার:**

চিরায়ত পদ্ধতিতে খড়-পাটকাঠির বরজ বানিয়ে পান চাষে বারবার ক্ষতির মুখে পড়ছেন চাষীরাউপ্রথাগত পান চাষে খরচ প্রচুর। 'শেড নেট' ব্যবহারের মাধ্যমে পান চাষ করলে নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শেড নেটে সূর্য্যালোক প্রবেশ করতে পারে ৫০ শতাংশ। কিন্তু কুয়াশা প্রবেশ করতে পারে না। বাতাস ও সূর্য্যালোক প্রবেশের ফলে ছত্রাকের সমস্যা কমে যায়। ফলে হেমচিতি রোগ হয় না। তেমনি গরমের ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আপনি আপনার ছাদবাগানের ছোট জায়গায় চারা উৎপাদন ও অর্গানিক সব্জি চাষের জন্য অনায়াসে শেড নেট ব্যবহার করতে পারেন। ছাদে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে তাই ফসল অনেকসময় ভাল ফলন দেয় না। এই শেড নেট হাউজের ভিতরে টবে সকল ধরনে সব্জি ও শাক চাষ করতে পারবেন। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শেড নেট হাউজে চাষাবাদ করে সারাবছরব্যাপী উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন সম্ভব । সর্বোপরি, এই পদ্ধতি অবলম্বনে আমাদের দেশের কৃষকবন্ধুরা লাভের মুখ দেখবে অনায়াসে।

## ভরতপুরের রাজাদের গ্রীষ্মাবাস ডীগে

একসময় ভরতপুরের জাঠ রাজাদের গ্রীষ্মাবাস ছিল ডীগ। বৃহদাকার এক প্রাসাদ তথা দুর্গ, সুন্দর বাগান, অসংখ্য ফোয়ারা এই জায়গাটি সত্যিই আপনার মন কাড়তে বাধ্য। এই প্রাসাদ এক সময় মোগলদের হাতে চলে যায়। তবে স্থানীয় রাজারা মরণপণ যুদ্ধ করে তাঁদের সাম্রাজ্য নিজেদের দখলে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ডীগ আবার তার স্বাধীনতা হারায় এবং তা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। পরে উনিশ শতকে আবার স্বাধীনতা ফিরে পায় ডীগ। তা হলে এক বার ঢুঁ মারাই যায় ডীগে।

**কী ভাবে যাবেন**

কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বইয়ের সঙ্গে ভরতপুর ট্রেনপথে যুক্ত। ভারতের অন্য কোনো জায়গা থেকে আসতে চাইলে দিল্লি আসুন। সেখান থেকে ভরতপুর আসার অসংখ্য ট্রেন আছে। ভরতপুর থেকে ডীগ সড়কপথে ৩৮ কিমি, গাড়ি ভাড়া করে বা লোকাল বাসে চলে আসতে পারেন। যদি ফ্লাইটে আসতে চান তবে আগ্রা বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে গাড়িতে ডীগ চলে আসুন, দূরত্ব ৯৩ কিমি। আর যদি সড়ক পথে আসতে চান তবে আলোয়ার-ভরতপুর ও বিকানের-আগ্রা রোড ধরে ডীগে পৌঁছোতে হবে।

**কোথায় থাকবেন**

ডীগে থাকার দরকার পড়ে না। ভরতপুরে থেকে ডীগ ঘুরে নিন। ভরতপুরে থাকার জন্য রয়েছে রাজস্থান পর্যটনের হোটেল ভরতপুর ফরেস্ট লজ এবং হোটেল সারস। এ ছাড়াও প্রচুর বেসরকারি হোটেল আছে। নেট সার্চ করলে পেয়ে যাবেন।

**কী দেখবেন ডীগে**

**সুরজমল ফোর্ট বা ডীগ ফোর্ট বা ডীগ প্যালেস**

আঠারো শতকে জাঠ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বদন সিং এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন। পরে রাজা সুরজমল এটি সংস্কার করেন। ভরতপুরের রাজাদের কাছে ডীগ ছিল গ্রীষ্মের আবাস কারণ এই অঞ্চলের মনোরম আবহাওয়া। বর্গক্ষেত্রাকার দুর্গের এক একটি পাশ ২৭৪ মিটার। এই দুর্গ পরিখা দিয়ে ঘেরা। দুর্গের দেওয়ালের উচ্চতা ২০ মিটার এবং প্রবেশদ্বারটি উত্তরমুখী। প্রবেশদ্বারটিও আকর্ষণীয়। দুর্গের আশেপাশে পাহাড়ের মাথায়

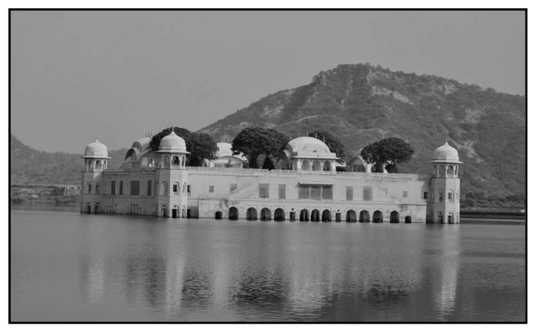

বসানো রয়েছে কামান। দুর্গটি অবশ্য অনেকটাই বিধ্বস্ত।

এই দুর্গ তথা প্রাসাদের যে জিনিসটি মোহিত করে তা হল অসংখ্য ফোয়ারা। পাঁচশোরও বেশি ফোয়ারা আছে। আগেকার দিনে বিশেষ কোনো ঝরনার জল চামড়ার বালতির মধ্যে করে, গরুর গাড়িতে নিয়ে আসা হত। তার পর সেই জল একটি ট্যাঙ্কে ভরা হত এবং যখন সেই ট্যাঙ্কের জল উপচে পড়ত, তখনই কোনো কর্মচারী জলকপাটগুলি খুলে দিত এবং তখনই জল ফোয়ারার মতো পড়ত। আর আছে দুই সরোবর — রূপ সাগর ও গোপাল সাগর।

**প্রাসাদ এলাকার অন্দর**

ডীগ প্যালেসে ৬টি ভবন --- গোপাল ভবন, কিষান ভবন, সুরজ ভবন, নন্দ ভবন, কেশব ভবন, হরদেব ভবন।এর মধ্যে গোপাল ভবনই ছিল রাজাদের থাকার জায়গা ১৯৭০ পর্যন্ত। তার পরিচয় এখনও পাওয়া। এর ব্যাঙ্কোয়েট হলটি অনবদ্য। আছে বেঙ্গল চেম্বার, চেজরুম, কুইনস চেম্বার ইত্যাদি। ধনুকাকৃতি খিলান, ভাস্কর্যময় স্তম্ভ, লেকমুখী ঝুল বারান্দা গোপাল ভবনের বৈশিষ্ট্য।

গোপাল ভবনের পুবে পাথরে গড়া সুরজ ভবন। তার উলটো দিকে রূপ সাগরমুখী গ্রীষ্মাবাস বরাদরি তথা গার্ডেন প্যাভেলিয়ন কেশব ভবন। রূপ সাগরের শিশ মহল, পুরানা মহল-সহ বাকি ভবনগুলিও অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করায়। শ্বেতমর্মরের হিন্দোলা প্রাসাদ, নুরজাহানের শ্বেতমর্মরের ঝুলা আজ ডীগের আকর্ষণ।

**ডীগের আশেপাশে**

**ভরতপুর**

ভরতপুর থেকে ডীগ দেখবেন, আর ভরতপুর দেখবেন না, তা তো হতে পারে না। পাখিরালয়ের জন্য বিখ্যাত হলেও ভরতপুরেরও রয়েছে অনেক ইতিহাস। জাঠনেতা সুরজমল রুপারেল ও বাণগঙ্গা নদীর তীরে ভরতপুর শহর গড়েন। ১৭৩৩-এ তৈরি হয় দুর্গ। মোগল ধাঁচে গড়া কঠিন, নিরেট আর দুর্ভেদ্য বলে দুর্গের নাম হয়েছিল লৌহগড়। দুর্গের প্রাচীর আজ লুপ্ত, কারুকাজও লোপ পেয়েছে। তব্য দর্শনীয় এই দুর্গ। রয়েছে তিনটি প্রাসাদ, তার মধ্যে কামরা প্রাসাদে মিউজিয়াম, লছমনজি কা মন্দির, গঙ্গা মন্দির। শহরর থেকে দেড় কিমি দূরে গোলবাগ প্রাসাদ। এর ওপর পাখিরালয় তথা কেওলাদেও ঘানা পক্ষীআলয় তো আছেই। এই পক্ষীআলয় দেখার ভালো সময় আগস্ট থেকে মার্চ। তারই মধ্যে অক্টোবর থেকে মার্চই সব চেয়ে ভালো সময়।

**অলওয়র**

ডীগ থেকে ৭৫ কিমি আর ভরতপুর থেকে ১১৩ কিমি দূরে অলওয়র। এখানে দেখে নিন সিটি প্যালেস তথা মিউজিয়াম, বালা কিলা বা অলওয়র দুর্গ, মুসি মহারানি কি ছত্রি, করণীমাতা মন্দির, পুরজন বিহার, বিনয় বিলাস প্রাসাদ (১০ কিমি, বিজয়সাগরের পাড়ে), জয়সমন্দ লেক (৬ কিমি) এবং শিলিশেড় লেক ও প্রাসাদ (১৭ কিমি)।

**মথুরা**

ভরতপুর থেকে ৪০ কিমি দূরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা লাগোয়া বৃন্দাবন ঘুরে নিতে পারেন।

আগরতলায় জনশিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি ঃ নিজস্ব।

# এসবিআই-কে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আর্জি জানিয়েছিল মিশনারিজ অফ চ্যারিটিই : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে নিজেদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আর্জি জানিয়েছিল মিশনারিজ অফ চ্যারিটিই। বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মধ্যে বিবৃতি জারি করে এমনটাই জানান হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেনি কেন্দ্র। স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফেই নিজেদের সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আর্জি জানানো হয়েছিল।

দেশের বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন বা এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশন থাকলেই যে কোনও সংস্থা বিদেশ থেকে টাকা পয়সার লেনদেনের অনুমতি পায়। ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দাবি করেছে, বিদেশি আর্থিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০-১১ অনুযায়ী যে যে যোগ্যতা থাকা জরুরি, চ্যারিটি তা দেখাতে পারেনি। একই সঙ্গে পুনর্নবীকরণের আবেদন আরও একবার খতিয়ে দেখার জন্য মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে কোনও রকম আবেদন করেনি বলে প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণ দেখিয়েই বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনে রেজিস্ট্রেশন খারিজ করে দেয় কেন্দ্র। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪৭১২০০০১। এই রেজিস্ট্রেশন ২০২১-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৈধ ছিল। এই বৈধতা সাধারণ নিয়মেই চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির পুনর্নবীকরণের আবেদন খতিয়ে দেখার সময় বেশ কিছু গোলমেলে তথ্য তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেই সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ড মাথায় রেখেই মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির আবেদন খারিজ করেছে তারা।

চ্যারিটির বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের রেজিস্ট্রেশন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধ আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দাবি, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তারা ফ্রিজ করেনি। বরং চ্যারিটিই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে সংস্থার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অনুরোধ করেছে। প্রেস বিবৃতির শেষ লাইনে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

এর আগে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়া নিয়ে টুইটে সরব হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ক্রিসমাসে এই খবর শুনে আমি স্তম্ভিত যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে মাদার টেরেসার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। তাদের ২২,০০০ রোগী ও কর্মচারী খাবার ও ওষুধ ছাড়াই পড়ে আছেন। যদিও আইন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তবে মানবিক বিষয়টি আপস করা উচিত নয়।'

# নির্বাচন দফতরে সর্বদল বৈঠক বয়কট বিজেপি-র ওয়াকআউট বাম-কংগ্রেসের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : পুরভোট নিয়ে কথা বলতে সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল। বৈঠক বিজেপি যেমন বয়কট করল তেমনি বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করল বাম-কংগ্রেস। 'জগাই-মাধাই আর গদাইদের' এহেন ওয়াকআউট ও বয়কটকে এদিন কটাক্ষ হেনেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশন সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল দ্বিতীয় দফার পুরনির্বাচনের প্রাক্কালে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন তৃণমূলের তরফে তাপস রায় ও দেবাশিস কুমার, বিজেপির তরফে অর্জুন সিং ও শিশির বাজোরিয়া, বামেদের তরফে রবীন দেব, পলাশ দাস, প্রবীর দেব, ও হাফিজ আলম সৈরানি এবং কংগ্রেসের তরফে এসেছিলেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও অসিত মিত্র। কিন্তু সেই বৈঠক শুরুর আগেই তা বয়কট করেন বিজেপির প্রতিনিধিরা।

এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে শিশির বাজোরিয়া জানান, 'আমাদের জানানো হয়েছিল ৫টি পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু এখানে এসে আমরা জানতে পারি ৫টি নয়, ৪টি পুরনিগমের ভোট নিয়ে আলোচনা করতে কমিশন সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে। আমরা হাওড়ার পুরভোট নিয়ে কমিশনকে জিজ্ঞাসা করলেও কমিশনার সৌরভ দাস কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাই আমরা বৈঠক বয়কট করেছি। তবে ভোট বয়কট করা হবে কিনা তা দলের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

# ধর্মগুরু কালীচরণ মহারাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে সরকার : অজিত পাওয়ার

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বিতর্কিত বক্তব্যের জন্য ধর্মগুরু কালীচরণ মহারাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে বলে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার জানিয়েছেন। অজিত পাওয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার বিধানসভায় সংখ্যালঘু মন্ত্রী নবাব মালিক বলেন, আকোলা জেলার বাসিন্দা ধর্মগুরু কালীচরণ মহারাজ রায়পুরের ধর্ম সংসদে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে একটি বিতর্কিত বক্তব্য করেছেন। এটি মহারাষ্ট্রের নাগরিকদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তাই কালীচরণ মহারাজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এরপরে মহারাষ্ট্র কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে বলেন, কালীচরণ যে ভাষায় মহাত্মা গান্ধীকে অপমান করেছেন তা কোনভাবে সহ্য করা যায় না। তাই কালীচরণ মহারাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি হল সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলা। কালীচরণ মহারাজের বক্তব্যে যদি রাজ্যের মানুষের অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে, তাহলে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, রবিবার রায়পুরের রাবণভাটা মাঠে কালীচরণ মহারাজের ধর্ম সংসদ ছিল। সেখানেই ধর্মগুরু বলেন, 'মহাত্মা গান্ধীকে খুন করার জন্য আমি নাথুরাম গডসেকে কুর্নিশ জানাই।' রায়পুরের প্রাক্তন মেয়র প্রমোদ দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে টিকরাপাড়া থানায় কালীচরণ মহারাজের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হয়েছে। প্রকাশ্য সভা থেকে আপত্তিকর মন্তব্য করে ঘৃণার উদ্রেক করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫(২) ও ২৯৪ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে স্বঘোষিত 'গডম্যান'কে।।

# চণ্ডীগড় পুরভোটে আপ-এর জয় পঞ্জাবে আসন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): চন্ডীগড় পৌরনিগম নির্বাচনে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর প্রথমবারই বিজেপি ও কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে ১৪টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। এই জয়ের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর মতে, চণ্ডীগড় পুরভোটে আম আদমি পার্টি-র জয় পঞ্জাবে আসন্ন পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত। চন্ডীগড় পৌরনিগম নির্বাচনে আম আদমি পার্টি জয়লাভ করেছে ১৪টি ওয়ার্ডে, বিজেপি জয়লাভ করেছে ১২টি ওয়ার্ডে, কংগ্রেস ৮টি ওয়ার্ডে জিতেছে এবং একটি ওয়ার্ডে জিতেছে শিরোমণি অকালি দল। কেজরিওয়াল এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আম আদমি পার্টির এই জয় পঞ্জাবে আসন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত। চণ্ডীগড়ের মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপ-এর সৎ রাজনীতি বেছে নিয়েছে। আপ-এর সমস্ত বিজয়ী প্রার্থী ও কর্মীদের অনেক অভিনন্দন। এবার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত পঞ্জাব। শুধু কেজরিওয়ালই নন, খুশি প্রকাশ করেছেন আপ নেতা রাঘব চাড্ডাও। তিনি জানিয়েছেন, 'আম আদমি পার্টি ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালজির হয়ে চন্ডীগড়ের জনগণকে ধন্যবাদ। চন্ডীগড় তো শুধু ট্রেলার, পঞ্জাব তো সিনেমা।'

# দক্ষিণ কাশ্মীরে সিআরপিএফ বাঙ্কারে গ্রেনেড হামলা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় রক্ষা

শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে ফের হামলা চালাল সন্ত্রাসবাদীরা। সোমবার দুপুরে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজভেরার আরওয়ানি এলাকায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর বাঙ্কার লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে সন্ত্রাসবাদীরা। কিন্তু, সেই গ্রেনেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাই হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। গ্রেনেড ছোড়ার পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। সিআরপিএফ জানিয়েছে, সোমবার দুপুরে বিজভেরার আরওয়ানি এলাকায় সিআরপিএফ-এর ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বাঙ্কারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জঙ্গিরা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রাস্তায় ফেটে যায় ওই গ্রেনেড। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

# অশ্লীলতায় অভিযুক্ত পরীমণি, ফের আইনি নোটিস পেলেন বাংলাদেশের নায়িকা

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : এবার অশ্লীলতার অভিযোগ পরীমণির বিরুদ্ধে। এর জেরেই সোমবার ফের আইনি নোটিস পেলেন বাংলাদেশের বিতর্কিত নায়িকা। সূত্রের খবর, ফেসবুকে তাঁর পোস্ট করা একাধিক ছবি ও ভিডিওকে অশ্লীল আখ্যা দিয়ে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে নায়িকাকে। পাঠিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবী খন্দকার হাসান শাহরিয়ার এবং ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী ইসমাতুল্লাহ লাকি তালুকদার। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ৩০ দিনের মধ্যে ফেসবুক থেকে ওই ধরনের ছবি ও ভিডিও সরাতে হবে পরীমণিকে।

গত ১ সেপ্টেম্বর মাদক মামলায় জেল থেকে জামিনে মুক্তি পান পরীমণি। সেই সময়ে তাঁর হাতের তালুতে মেহেন্দির রঙে লেখা ছিল 'ডোন্ট লাভ মি বিচ'। ১৫ সেপ্টেম্বর ফের তিনি মামলার শুনানির জন্য আদালতে উপস্থিত হন। সে দিনও তাঁর হাতের তালুতে ছিল অশ্লীল বার্তা। পরীমণিকে পাঠানো নোটিস অনুযায়ী, এ সবই কুরুচিকর। নায়িকার জন্মদিনের উদযাপনও ছাড় পায়নি। ২৪ অক্টোবর ঢাকার পাঁচতারা হোটেলে ৩০তম জন্মদিনের আয়োজন করেছিলেন পরীমণি। সেখানে তাঁর পোশাক, নাচ, অঙ্গভঙ্গি নিয়েও উঠেছে অশ্লীলতার প্রশ্ন। নোটিসে এই ধরনের নির্দেশ পাঠানোর কারণও সবিস্তারে ব্যখ্যা করা হয়েছে। আইনজীবীদের দাবি, পরীমণি তারকা, বহু জনের অনুসরণযোগ্য। বিশেষত, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা অনেক সময়ে না বুঝেই তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে। অপরিণতমনস্কতার কারণে ভাল-মন্দ বিচার না করেই যা দেখে, তাতেই প্রভাবিত হয় কমবয়সিরা। ফলে, আগামী দিনে ফেসবুকে কোনও কিছু পোস্ট করার আগে পরীমণিকে দ্বিতীয় বার ভাবতে হবে বলে জানানো হয়েছে নোটিসে। তিনি এত দিন যা যা পোস্ট করেছেন, তার একটিও শিক্ষামূলক বা রুচিসম্মত নয় এ বিষয়টিও আগামীদিনে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে নায়িকাকে।

# ডিমা হাসাওয়ের পানিমুর জলপ্রপাতে পড়ে নিখোঁজ যুবকের সন্ধান পাচ্ছে না এসডিআরএফ

উমরাংসো (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পানিমুর জলপ্রপাতে পড়ে সন্ধানহীন হওয়ার তিনদিন অতিক্রান্ত। আজও নিখোঁজ নীলমণি দাসের কোনও সন্ধান বের করতে পারেনি এসডিআরএফ। পানিমুরে বেড়াতে এসে আর বাড়ি ফেরা হল না তেজপুরের বছর ৩৫-এর যুবক নীলমণি দাসের। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে এখন পর্যটকদের ভিড়। গত ২৫ ডিসেম্বর তেজপুর থেকে উমরাংসোর পানিমুরে বেড়াতে এসেছিলেন তেজপুরের যুবক নীলমণি। সেদিন পানিমুর জলপ্রপাতের দৃশ্য উপভোগ করতে অন্যদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। নেমছিলেন জলপ্রপাতের নীচে স্রোতে। কিন্তু অসাবধানতাবশত জলপ্রপাতের স্রোতে পড়ে গেলে জলে ডুবে সন্ধানহীন হয়ে পড়েন নীলমণি দাস। জলপ্রপাতে পড়ে সন্ধানহীন হওয়ার তিনদিন অতিক্রম হওয়ার পরও নীলমণি দাসের কোনও সন্ধান বের করতে পারেনি এসডিআরএফ বাহিনী। আজ সোমবার দিয়ুংমুখ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানান, গত ২৫ ডিসেম্বর বেলা ২:৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় হোজাই জেলার এসডিআরএফ। পরেরদিন ২৬ ডিসেম্বর এসডিআরএফ হোজাই থেকে উমরাংসো এসে উদ্ধার অভিযানে নামে। কিন্তু এসডিআরএফ বাহিনী ওই যুবকের কোনও সন্ধান বের করতে পারেনি আজও। এদিকে ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং জানিয়েছেন, আজ সোমবার পর্যন্ত নীলমণি দাসকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি এসডিআরএফ। তবে দিনের আলোয় এসডিআরএফ বাহিনী উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখলেও রাতে উদ্ধার অভিযান চালাতে পারছেন না তাঁরা।

পানিমুর জলপ্রপাত গিয়ে মিলেছে কপিলি নদীর সঙ্গে। তাই কপিলী নদীর তীরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে পেট্রোলিং চালাতে এসডিআরএফ-কে নির্দেশ দিয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক নাজরিন আহমেদ।

# রাজস্থানে ওমিক্রনে সংক্রমিত আরও ৩, মোট আক্রান্ত বেড়ে ৪৬

জয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো রাজস্থানেও বেড়েই চলেছে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা। সোমবার রাজস্থানে আরও ৩ জনের শরীরে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছে, নতুন করে ৩ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৬। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

রাজস্থান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার রাজস্থানে আরও ৩ জনের শরীরে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছে। দু''জন জয়পুরে ও একজন উদয়পুরে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৬। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

# অস্ট্রেলিয়ায় ওমিক্রনের ছোবলে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

সিডনি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : অস্ট্রেলিয়ায় ওমিক্রনের ছোবলে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। অস্ট্রেলিয়ায় ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির বয়স ৮০ বছর।চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বৃদ্ধ বয়সে ওমিক্রনের ধাক্কা সামলাতে না পারায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে ওমিক্রন আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। তিনি সিডনির বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধ করোনার দুটি টিকা নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য দফতর। ওই বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে ওমিক্রনের ধাক্কা সামলাতে না পারায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। দীর্ঘ লকডাউনের পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে অস্ট্রেলিয়া। এর মাঝেই ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু সেদেশের চিকিৎসা মহলে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। যদিও করোনার এই নয়া প্রজাতি প্রাণঘাতি কম, শুধুই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যদিও সরকার কঠোর বিধিনিষেধ লাগু করতে চাইছে না এখনই। কারণ সেদেশে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির গ্রাফ নিম্নমুখী।

# জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মণিপুর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পৌঁছলেন প্রতিমা ভৌমিক

ইমফল, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মণিপুর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনী প্রচারে তিনি আসছেন বলে জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি এন নিম্বাস সিং। এছাড়া ত্রিপুরার সাংসদ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আজ সোমবার ইমফলে এসেছেন। এখানে তিনি দলের সাংগঠনিক বৈঠকের পাশাপাশি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিয়েছেন, জানান নিম্বাস।

আজ সোমবার হিন্দুস্থান সমাচার-কে প্রদেশ উপ-সবাপতি নিম্বাস সিং জানান, এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন উপত্যকা-ভিত্তিক জেলায় নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়ে গেছে। তিনি জানান, গত শুক্রবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ইমফলে এসে দলীয় এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। এছাড়া নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণও দিয়েছিলেন নাড্ডা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে ৩০ ডিসেম্বর রাজ্যে ফের আসবেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, জানান নিম্বাস সিং।

নিম্বাস সিং জানান, বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৬০ সদস্যের রাজ্য বিধানসভায় এবার প্রাক-নির্বাচন জোটে যাবে না দল। উপত্যকার ৪০টি এবং পাহাড়ের ২০টি আসনে এককভাবে বিজেপি প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রদেশ উপ-সভাপতি জানান, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের তারিখ এবং গণ-সমাবেশের স্থান নির্ধারণের জন্য দলীয় নেতাদের নিয়ে দু-একদিনের মধ্যে একটি বৈঠক ডাকা হবে।

এছাড়া ত্রিপুরার সাংসদ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আজ সোমবার ইমফলে এসেছেন। এখানে সাংগঠনিক বৈঠকের পর এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন ভৌমিক, জানান নিম্বাস সিং। তিনি আরও জানান, আগামীকাল মঙ্গলবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ ইমফলে আসবেন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী পশুপতি কুমার পারস আসন্ন নির্বাচনের রণকৌশল তৈরি করতে তিনদিনের সফরে গতকাল রবিবার ইমফলে এসেছেন। নিম্বাস সিং আরও জানান, আগামীকাল বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ দলীয় টিকিট-প্রাপকদের নাম নিয়ে আলোচনা করতে প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তিনটি ধাপে দলীয় প্রার্থীদের টিকিট বিতরণ করা হবে বলেও জানান মণিপুর প্রদেশ উপ-সভাপতি এন নিম্বাস সিং। তিনি জানান, প্রধম দফার প্রার্থী তালিকায় বিজেপির বর্তমান মন্ত্রী এবং কয়েকজন বিধায়কের নাম থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, ৬০ সদস্যের বিধানসভায় বিজেপির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৬।

# কোভিড-সংক্রমণে আপাতত নিয়ন্ত্রণে, মৃত্যু কমছেই না রাশিয়ায়

মস্কো, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এলেও, মৃত্যু কমছেই না রাশিয়ায়। পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরেই বলা যেতে পারে। আক্রান্তের সংখ্যা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও, দৈনিক মৃত্যু রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে। ক্রমাগত করোনার বাড়বাড়ন্তে বিধ্বস্ত রাশিয়ার জনগণ। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৯৩৭ জন রোগীর। নতুন করে ৯৩৭ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৫,১৫৫ জনের।

মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩,২১০ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০,৪১৫, ২৩০ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৯, ২৯৩,৪৮৬ জন।

# ওমিক্রন: রাজ্যকে সতর্ক করে চিঠি কেন্দ্রের ভুল এড়াতে নিয়মিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশ

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ওমিক্রন নিয়ন্ত্রণে সব দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে রাজ্যকে চিঠি দিল কেন্দ্র। চিঠিতে জানিয়েছে, দরকার হলে নিয়মিত ভাবে সংবাদমাধ্যমকে ওমিক্রন-আক্রান্তের সংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্য বিশদে জানাতে হবে। ওমিক্রনকে কী ভাবে ঠেকানো যায়, সে ব্যাপারেও সচেতন করতে হবে রাজ্যবাসীকে।

চিঠিতে দেশে ওমিক্রন বাড়ছে, এই সতর্কতা জানিয়ে বেশ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, ওমিক্রন নিয়ন্ত্রণে যেন সব দিক থেকে প্রস্তুত থাকে রাজ্য। ওষুধ থেকে শুরু করে অক্সিজেন সরবরাহ কোথাও যেন কোনও অভাব না থাকে। কোভিড বিধি পালনে যেন কোনও শিথিলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। এমনকি ওমিক্রন নিয়ে যাতে কোনও রকম ভুল তথ্য না ছড়ায়, সে ব্যাপারেও রাজ্যকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র।

সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। দু'পাতার চিঠিতে ন''টি আলাদা আলাদা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। সেই নির্দেশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূলত দু'টি বিষয়ে 'সাবধানতা' এবং 'সতর্কতা'। চার দিন আগে গত ২৩ ডিসেম্বর দেশের কোভিড পরিস্থিতি যাচাই করার পর এই দু'টি বিষয়েই গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রসচিবও চিঠিতে এই দু'টি বিষয়কেই গুরুত্ব দিতে বলেছেন রাজ্যকে।

উৎসব এবং বিয়ের মরসুমে রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাস্কহীন জমায়েত চোখে পড়েছে বারবার। স্বরাষ্ট্র সচিব সে ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন রাজ্যকে। চিঠিতে লিখেছেন, দেশে সোমবার পর্যন্ত ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৭৮। সে ব্যাপারে উল্লেখ করে অজয় লিখেছেন, দেশের ১৯টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ওমিক্রন আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রের হুঁশিয়ারি, বিশ্বজুড়ে ১১৬টি দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে সতর্ক হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, রাস্তাঘাটে যেন দৈহিক দূরত্ব বজায় থাকে। এ ছাড়া জমায়েত আটকাতে প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাস্ক পরায় যাতে রাজ্যবাসী কোনও রকম অবহেলা না করেন, সে ব্যাপারেও প্রশাসনকে সতর্ক হতে বলেছে কেন্দ্র।

এই ব্যাপারে প্রশাসনকে মূলত পাঁচটি সতর্কতা মেনে চলতে বলেছে কেন্দ্র। এই পাঁচ সতর্কতা হল পরীক্ষা, নজরদারি, চিকিৎসা, টিকাকরণ এবং করোনাবিধি পালন। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে যাতে কোনও শিথিলতা না থাকে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। একই সঙ্গে প্রয়োজন পড়লে ভিড় ঠেকাতে রাজ্যে লকডাউনের মতো বিধি বলবৎ করতেও বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্য যেন সব রকম পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বা ওষুধের সরবরাহে যেন কোনও ঘাটতি না থাকে।

# বিভিন্ন খাতে বকেয়া পরিশোধ করতে করিমগঞ্জ জেলার সমবায় সমিতিগুলোর স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রীকে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘদিন থেকে করিমগঞ্জ জেলার সমবায় সমিতিগুলোর বিভিন্ন খাতে রাজ্য সরকারের কাছে বকেয়া পড়ে রয়েছে। বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সমবায় সমিতিগুলোর বকেয়া পরিশোধে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এতে জেলার অনেক সমবায় সমিতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বকেয়া পরিশোধের দাবি জানিয়ে আজ সোমবার করিমগঞ্জ জেলার ৩৪টি সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ও সচিব পৃথক পৃথকভাবে একযোগে জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রেরণ করেছেন।

করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের চেয়ারম্যান ও সচিব একই দাবি সংবলিত পৃথকভাবে আরেকটি স্মারকপত্র জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদবের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের চেয়ারম্যান সুব্রত দেব বলেন, দীর্ঘদিন থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কমিশন এবং লিফটিং বাবদ সমবায় সমিতিগুলোর লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। বিশাল পরিমাণের বকেয়া নিয়ে সমবায় সমিতিগুলোর কাজ সুচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। সুব্রত বলেন, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়নের আগে সরকারের নমিনি হিসাবে পিডিএস লাইসেন্সের অধীনে সমবায় সমিতিগুলো এপিএল, বিপিএল, এএওয়াই, এমএএসওয়াই প্রকল্পের অন্তর্গত চাল, চিনি সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রণয়নের পরই রাজ্য সরকার অন্য প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেয়। এতে সমবায় সমিতিগুলো জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। খাদ্য সুরক্ষার চাল লিফটিং এবং বিতরণ ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলো প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার চাল, মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্পের চাল এবং সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের চালও সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী লিফটিং এবং বিতরণ করে চলছে। এছাড়া করোনা অতিমারির সময় জনগণের স্বার্থে সরকার প্রদত্ত চাল, মুসুর ডাল, চানা (ছোলা) সহ বিভিন্ন সামগ্রী লিফটিং এবং বিতরণ করেছে। এত সবের পরও সরকার সমবায় সমিতি কর্তৃক সামগ্রী লিফটিঙের ভাড়া ও কমিশন বাবদ অর্থ পরিশোধ করেনি। সমবায় সমিতিগুলো যাতে সুচারুরূপে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, সে জন্য দীর্ঘদিনের বকেয়া পরিশোধ করতে সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের চেয়ারম্যান সুব্রত দেব।

জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্র প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের সচিব দেবরাজ দাস, পাথারকান্দি কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান আব্দুল হাসিব, বদরপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান কমর উদ্দিন, আনিপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির সচিব দীপন সিনহা, আসিমগঞ্জ কো-অপারেটিভ সোসাইটির সচিব সুশান্ত সিনহা, কলকলিঘাট কো-অপারেটিভ সোসাইটির সচিব পান্না গোপ সহ বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান ও সচিবগণ।

# সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কাজ করছে সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

মান্ডি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও সতর্কতার সঙ্গে নাগরিকদের সমস্ত প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কাজ করছে সরকার। জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে দেশে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে দু''টি পৃথক ধরনের মডেল কাজ করছে। একটি মডেল হল-সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রচেষ্টা। অপর মডেলটি হল-নিজের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ এবং উন্নয়নও যেন শুধুমাত্র নিজের পরিবারের হয়। সোমবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে ১১ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতকে বর্তমানে বিশ্বের ফার্মেসি বলা হয়, নেপথ্যে রয়েছে হিমাচলের বিশাল শক্তি। করোনা বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন হিমাচল প্রদেশ শুধু অন্যান্য রাজ্যকেই নয়, অন্যান্য দেশকেও সাহায্য করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'প্রতিটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা থাকলেও বর্তমানে আমাদের দেশের মানুষ দু''টি মতাদর্শ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন। একটি আদর্শ বিলম্বের এবং অন্যটি উন্নয়নের। বিলম্বকারীরা কখনই পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের কথা চিন্তা করেনি। অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও সতর্কতার সঙ্গে নাগরিকদের সমস্ত প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কাজ করছে সরকার। এখন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদেরও ৩ জানুয়ারি থেকে টিকা দেওয়া শুরু হবে।' মান্ডিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'হিমাচলের সঙ্গে আমার সর্বদাই আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। হিমাচলের ভূমি আমার জীবনের দিকনির্দেশনা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হিমাচলে ৪ বছর পূর্ণ করেছে। আমি হিমাচলের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ৪ বছরের মধ্যে দুই বছর আমরা করোনার বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেছি, উন্নয়নের কাজও থামতে দিইনি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'গত চার বছরে হিমাচল প্রথম এইমস পেয়েছে, হামিরপুর, মান্ডি, চাম্বা এবং সিরমাউরে চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন করা হয়েছে। আজই ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের চারটি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, কিছু প্রকল্প উদ্বোধনও করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শ্রী রেণুকা জি আমাদের আস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভগবান পরশুরাম এবং তাঁর মা রেণুকাজির স্নেহের প্রতীক এই ভূমি থেকে আজ দেশের উন্নয়নের জন্য একটি স্রোত বেরিয়েছে।'

# শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদন করছে 'শুভ বিবাহ উৎসব'



**আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদন করছে, শুভ বিবাহ উৎসব'' ১লা থেকে ৩১শে জানুয়ারী, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী নিবেদক, হিরো দীপ (ডেকরেটস অ্যান্ড ক্যাটারারস এবং খুকুমণি (সিঁদুর ও আলতা)।'শুভ বিবাহ উৎসব' হ'ল ঐতিহ্যময় ভারতীয় বিবাহের বর্ণাঢ্য এক উদ্‌যাপন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আগরতলার শোরুমে ২০০১ সালে প্রথম সূচনা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। তারপর, কলকাতার প্রধান প্রধান হাউজিং সোসাইটি এবং নাম-করা সব ক্লাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এই আনন্দময় অনুষ্ঠান।সেই থেকে, এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় আপন স্বরূপে প্রকাশিত হয়েই চলেছে। মূল লক্ষ্য হল, যে বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের এত কল্পনা — এত স্বপ্ন এত উন্মাদনা, ঐতিহ্যময় সেই বিবাহ অনুষ্ঠানকে পরতে পরতে মানুষের সামনে মেলেধরা — সবাইকে তার আনন্দের শরিক করে তোলা এবং এর মধ্যে দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের বিশেষ অফার এবং মনকাড়া অলংকার সংগ্রহ ক্রেতাদের কাছেতুলে ধরা।এবছরের উপস্থাপনা আলাদা করে বিশেষত্বের দাবি রাখে।

প্রথমত : এবছরের 'শুভ বিবাহ উৎসব'' আয়োজনের সুচনা হচ্ছে শ্যাম সুন্দর তোং জুয়েলাগ এবং হুকুমণি সিঁদুর ও আলতা''র যৌথ উদ্যোগে সদা অনুষ্ঠিত'শারদ সুন্দরী ২০২১'- এর বিজয়িনীদের জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যমে। তাছাড়া সোনাও হিরের বিয়ের নতুন ডিজাইনের গয়নার বিশেষ সম্ভার এবছরে ক্রেতাদের জন্য বানানো হয়েছে।এবং এবছরের ক্রেতাদের সত্যিই উৎসবমুখর করে তোলার জন্য বিশেষ অফার এবং ড্র-এর আয়োজন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সোনা ও হিরের গয়নার মজুরিতে ছাড়।দুবাই ও আবুধাবিতে স্বপ্নের হানিমুন প্যাকেজ জেতার সুবর্ণ সুযোগ।এবং প্রতি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এছাড়াও প্রতিটি ক্রেতার জন্য উপহার স্বরূপ থাকছে এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী সংস্থাদের দেওয়া বিয়ের বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবায় ছাড় সমৃদ্ধ একটি বুকলেটাএই সমস্তই থাকছে এই উৎসবের মূল আবহাকে আরো সুন্দর করে তুলতে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# বিলোনীয়া কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ ডিসেম্বর।।** নবীন দের বরণ করে নেওয়ার পালা ছিল সোমবার বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা বিদ্যালয়ের প্রবীণ নিয়মিত বিদ্যার্থী দের পক্ষ থেকে। সোমবার সকালে নবীন বিদ্যার্থীদের কপালে চন্দন পরিয়ে ও হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে বরন করে নেয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা। বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই দিনে নবীনদের বরন করে নেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারা মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল , কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ বিমলেন্দু ঘোষ, বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ , বিশিষ্ট সমাজসেবি গৌতম সরকার সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে নব বিদ্যার্থীদের বরন করে নেওয়ার অনুষ্ঠানের সুচনা করেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল , সাথে ছিলেন উপস্থিত অতিথিরা। এরপর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের পক্ষ থেকে এক বিদ্যার্থী মন্ত্রীকে উপহার স্বরুপ তুলে দেয় ভারত মায়ের প্রতিকৃতি। স্বাগত ভাষণের পর মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন , আমাদের সময়টা ভালোই ছিল। যারা একটু ভালো পড়াশোনা করে ডিগ্রী নিয়েছে তারাই খুব সহজে চাকরি পেয়ে গেছে, কিন্তু বর্তমান সময় বড় কঠিন, এখন কিন্তু আর সেদিন নেই, এখন ট্যালেন্টএর যুগে এসে গেছে। ট্যালেন্ট এর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, বর্তমান সময়ে ডিগ্রি পেলেই চাকরি হবে না, ডিগ্রির মধ্যে থাকতে হবে ট্যালেন্ট না হলে মুশকিল হয়ে যাবে। তাই ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আবেদন রাখেন। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করে তোলা যায়, সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করে চলছে যাতে সবাই নিজেদের উপর নির্ভর করে চলতে পারে। সরকার জনগনের পাশে আছে এবং পাশে থাকবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী মহোদয়ের আলোচনার পরেই মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা একে একে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্য শেষে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের নব বিদ্যার্থীদের বরন করে নেওয়ার অনুষ্ঠান মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পীরা।

# বিলোনীয়ায় যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ ডিসেম্বর।।** স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে প্রতিবছর পালিত হয় যুব উৎসব। সোমবার বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব।যুব উৎসবে দক্ষিণ জেলার তিনটি মহকুমা সাব রুম,শান্তিরবাজার ও বিলোনিয়া থেকে মোট ১০৫ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।যুব উৎসব কে কেন্দ্র করে একটি বর্ণাঢ্য রেলী শহরের মূল পথ গুলি অতিক্রম করে বেলা ১২ টায় টাউন হলে এসে পৌঁছালে সেখানে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠানটি।অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন পূর চেয়ার পারসন নিখিল চন্দ্র গোপ,সভাপতিত্ব করেন সাউথ ত্রিপুরা জিলা পরিসদের স্পোর্টস ও কালচারাল স্থায়ী কমিটির সভাপতি স্বপ্না মজুমদার।অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে যুব উৎসবের শুভ সূচনা করেন উদ্বোধক সহ মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগণ, পরিবেশিত হয় স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় স্বামীজির ওপর গ্রথিত সঙ্গীত। পরে টাউনহলের ভিতর আমন্ত্রিত অতিথি বর্গ ও প্রতিযোগী, প্রতিযোগিনীদেরস্বাগত জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জেলার স্পোর্টস অফিসার রিতেশ শীল,তিনি বলেন সময় খুব কম। চারিদিকে পরীক্ষা পর্ব চলছে তাই এই স্বল্প সময়ে সবকিছু করে উটতে পারিনি,অনেক ত্রুটি থাকতে পারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই প্রত্যাশা রাখছি,আজকাল আমরা সবাই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি,মোবাইলও টিভি নির্ভর হয়ে পড়ছি, খেলাধুলা,গান বাজনা ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক কমছে, এডিকট হয়ে পড়ছি আমরা এই প্রবণতা থেকে বেরুতে হবে,না হলে যুব সমাজ কিন্তু ক্ষতি গ্রস্ত হবে,তাই অভিভাবকদের বিষয়টা বুঝতে হবে । ছেলেমেয়ে দের ময়দান মুখী করতে হবে,গান বাজনার প্রতি ঝোঁক বাড়াতে হবে তাহলে পরেই আজকে যে যুব উৎসব আমরা পালন করছি সেটা সার্থক হবে, উদ্বোধক এর ভাষণে পূর চেয়ার পারসন নিখিল চন্দ্র গোপ বিবেকানন্দের ভাবধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, বিবেকানন্দ যে সমাজ গঠনের কথা বলেছেন সেই সমাজ গঠনে যুবকদের আরো বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসতে হবে,তাহলেই শক্তিশালী সমাজ গঠন হবে দেশ এগিয়ে যাবে।প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ইভেন্টে।এখন থেকে যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে তাদের রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে।

# মায়ানমার গণহত্যায় তদন্তের দাবি জানাল রাষ্ট্রসংঘ

নিউ ইয়র্ক, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): মায়ানমারে গণতন্ত্রকামীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থামাতে একের পর এক হত্যালীলা চালাচ্ছে বার্মিজ সেনাবাহিনী। সম্প্রতি কায়াহ প্রদেশে প্রকাশ্যে এসেছে এমনই এক গণহত্যার খবর। আর সেই ঘটনায় 'বিস্তারিত ও স্বচ্ছ' তদন্তের দাবি জানিয়ে জুন্টার উপর চাপ বাড়ল রাষ্ট্রসংঘ।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচিত সরকারকে হঠিয়ে দেশের শাসনভার নিজের হাতে নেয় বার্মিজ সেনা। সেই অভ্যুত্থানের পর থেকেই অশান্ত মায়ানমার। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও একদল প্রতিবাদীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি জুন্টা। বেশ কয়েকটি মিলিশিয়া সেনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দমন করতে নির্বিচারে হত্যালীলা চালাচ্ছে সেনা বলে অভিযোগ। কায়াহ প্রদেশে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বিদ্রোহীরা। সেই প্রতিরোধ ভাঙতেই শুক্রবার রাতে এলোপাথারি গুলি চালায় বাহিনী। প্রমাণ লোপাট করতে ৩০ জনের দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলেও খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি তুলে ধরেছে মায়ানমারের স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন কারেননি। তারপর থেকেই চাপ বাড়াচ্ছে জুন্টার উপর।

রবিবার সেই হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনা দেখে আমরা আতঙ্কিত। এর বিস্তারিত ও স্বচ্ছ তদন্ত করতে হবে মায়ানমার সরকারকে।" রাষ্ট্রসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ফর হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স' মার্টিন গ্রিফিথস আরও বলেন, "আম জনতার উপর সমস্ত ধরনের হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি আমরা। এহেন ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী।

# মতাবাড়িতে পূজা দিলেন অজয় জাম্বুয়াল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর।।** বি জে পি সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই রাজ্যের একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের গুরত্ব কয়েক গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই এই মাতাবাড়িত কোন না কোন ভি ভি আই পি ব্যক্তি, নেতা ,সিকি নেতা, মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমলা থেকে শুরু করে সরকারী কর্মচারীর ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

সোমবার ৫১ পীঠের একপিঠ উদয়পুর মাতারবাড়ি ত্রিপুরসুন্দরী মায়ের মন্দিরে পুজা দিতে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় জাম্বুয়াল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিজেপি সংগঠন মন্ত্রী ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, মাতারবাড়িতে আসলে ওনাদের স্বাগত জানান ৩২ মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বিজেপি গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, মাতাবাড়ি যুব মোর্চার সভাপতি বাবুল পাল। সকলে মিলে মায়ের মন্দিরের পুজো দেন , পুজো দেওয়ার পর মাতারবাড়িতে বক্তব্য রাখেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিজেপি সংগঠন মন্ত্রী ফনিন্দ্র নাথ শর্মাসহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ।

# 'ভারত কো জানো' শীর্ষক অনুষ্ঠান উদয়পুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর।।** উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ভারত কো জানো' শীর্ষক অনুষ্ঠান আজ অনুষ্ঠিত হলো উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে। আজ বিকাল চারটার পরিবর্তে পাঁচটার সময় গোমতি জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারীর হাত ধরে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'ভারত কো জানো' শীর্ষক অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে উদয়পুরের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকে এই অনুষ্ঠানের গুরত্ব সম্পর্কে বলেন , উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার ,তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকরতা মনোজ দেববর্মা, গোমতি জেলা পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক কমিটির চ্যায়ারমেন শুক্লা মজুমদার,৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ গোমতি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ কুমার রায়।অনুষ্ঠানে ভিন রাজ্য থেকে আগত শিল্পীদের সংবর্ধিত করা হয়। পুনরায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পৌর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। উল্লেখ্য, আসাম, মনিপুর, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, অরুণাচল প্রদেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে আসা সকলকে উত্তরীয় ও ম্যামেন্টু দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি নৃত্য , সাংগ্রাই নৃত্য, দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশিত হবে এদিনের অনুষ্ঠানে। মূলত সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সকল বক্তারা। যার মাধ্যমে সংস্কৃতির আদান-প্রদান সংঘটিত হয়। পূর্বে এই অনুষ্ঠানটি ডিসকভার নর্থইস্ট হিসেবে পরিচিত ছিল।

# সারদা মায়ের ১৬৯ তম জন্ম তিথি উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** সারদা মায়ের ১৬৯ তম জন্ম তিথি উদযাপন করা হয় খোয়াই রামকৃষ্ণ আশ্রমে।সারদাদেবীর ১৬৯তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে খোয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে দিনভর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিথি উদযাপন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি উৎসবের মেজাজ। সারদা মায়ের ১৬৯ তম তিথি অনুষ্ঠানের শেষ দিনে রবিবার সকাল থেকেই নানান অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে রামকৃষ্ণ আশ্রমে। এ দিন আশ্রমে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে পালিত হয় উৎসব। বিশেষ পুজো, আরতি, ভক্তিমূলক গান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে সূচিত হয় জন্মতিথি উদযাপন। সকাল ৭টায় করা হয় বিশেষ পূজার্চনা। এদিন দুপুরে খোয়াই লালছড়াস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে এক শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রায় খোয়াই শহর পরিক্রমা করে পুনরায় রামকৃষ্ণ আশ্রম এসে সমাপ্ত হয়। স্থানীয় গ্রামবাসী, ভক্ত ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। এ দিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত ভিড় জমায় এই আশ্রমে। খোয়াই রামকৃষ্ণ আশ্রম কমিটির উদ্যোগে ১৫০ জন দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

# ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** ত্রিপুরাতে বিদ্যাভারতী রাষ্ট্রপতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ধর্মনগরে কচিকাচাদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

ত্রিপুরা বিদ্যাভারতী শিক্ষা সমিতি দ্বারা পরিচালিত ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ধর্মনগর শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। এতে বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা শিশু সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি ধর্মনগর পদ্মপুরস্থিত তাদের বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রা সম্পর্কে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক সৌমিত্র কিশোর সরকার বলেন , বিদ্যাভারতী নামক রাষ্ট্রবাদী শিক্ষা সংগঠনের ত্রিপুরাতে ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে।

## চাপানউতোর

● প্রথম পাতার পর

তদন্তকারীগদের অনুমান, তাঁর উপর যাতে কারও সন্দেহ না হয়, সে জন্যই তিনি এটা করতেন। সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবসা ছাড়াও পেট্রল পাম্প, পান মশলা-সহ একাধিক ব্যবসা ছিল তাঁর।

## আদালত

● প্রথম পাতার পর

তদন্তে নেমে পুলিশ ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত দেবাশীষ দাসকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ খোয়াই জেলা আদালতে অভিযুক্ত দেবাশীষ দাসকে পেশ করে। আদালত আগামী ছয় জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি জানিয়েছেন এলাকার লোকজন।

## জেআরআবটি

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণার পর তাদের যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে।তারপরই নিয়োগ করা হবে বলে তাঁরা মনে করেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে না বলে যে গুজব রটানো হয়েছে সে সম্পর্কে তারা স্পষ্টীকরণ পাওয়ার পর সমস্ত পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হন।

## তছনছ

● প্রথম পাতার পর

এলাকার মানুষজন যখন ঘুমিয়ে পড়েন সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বন্য হাতির দল এসে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে,গোলার ধান খেয়ে নিচ্ছে,এমনকি বাড়িঘর ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। বন্যহাতির তাণ্ডবে প্রাণহানির ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। বন্যহাতির তাণ্ডব মোকাবেলায় বনদপ্তর কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে এলাকাবাসীর তরফ থেকে বারবার দাবি জানানো হলেও বন্যহাতির দলকে প্রতিহত করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

## বাগমায়

● প্রথম পাতার পর

আসতে দেরী করেন বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন এবং বাগমা থানায় লোকজন বিক্ষোভ দেখায়। আগুন না নিভিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এবং রাধাকিশোরপুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে ঐই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

## গ্রেফতার তিন

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। ওই গাড়ির চালক আকিব আহমেদ ও সহচালক আমির আহমেদকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, আজ বেলা দুটা নাগাদ চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসের কাছে গোপন খবর ছিল, ফেন্সিডিল বোঝাই লরি ত্রিপুরায় প্রবেশ করবে। পুলিশের রুটিন তল্লাশিতে পুলিশ গাড়িটিকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেই চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সেলট্যাক্স কমপ্লেক্সের ভেতর থেকে গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। গাড়ির চালক সাবাজ আলিকে পুলিশ আটক করেছে। তিনি বিহারের গয়ার বাসিন্দা।

পুলিশ এনএল ০১ এসি ৮৬৭৭ নম্বরের লরিটি থানায় নিয়ে তল্লাশি করতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। গাড়িতে থাকা আড়াই হাজার কার্টুন ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতি কার্টুনে ১০০ বোতল করে ২৫ হাজার বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

এদিকে গাড়ির চালক জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে বিপুল পরিমাণের নেশার সিরাপগুলো বোঝাই করে আগরতলা নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে আসছিল। দুটি ক্ষেত্রেই চালকদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নিয়েছে পুলিশ।

## নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

৫৭৮-এ পৌঁছেছে, মোট ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে দিল্লি ও মহারাষ্ট্র। দিল্লিতে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ১৪২ জন, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ১৪১, কেরলে ৫৭ জন, গুজরাটে ৪৯ জন, রাজস্থানে ৪৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৪১ জন, তামিলনাড়ুতে ৩৪ জন, কর্ণাটকে ৩১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ৬ জন, হরিয়ানায় ৪ জন, ওড়িশায় ৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন এবং উত্তরাখণ্ডে একজন।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৫৭৮ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৫১ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন, দিল্লিতে ২৩ জন, গুজরাটে ১০ জন, কেরলে একজন, রাজস্থানে ৩০ জন, তেলেঙ্গানায় ১০ জন, কর্ণাটকে ১৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, পশ্চিমবঙ্গে একজন, হরিয়ানায় দু''জন, চন্ডীগড়ে দু''জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু''জনই সুস্থ, হিমাচল প্রদেশে একজন ও লাদাখে একজন সুস্থ হয়েছেন।

## বিভিন্ন দপ্তরের

● আটের পাতার পর

কৃষককে বছরে তিনটি কিস্তিতে ২,০০০ টাকা করে ৬,০০০ টাকা আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জেলার ৭৮৪ জন ক'ষককে ক'ষি ঋণ দেওয়া হয়েছে বলেও সভায় ক'ষি প্রতিনিধি জানান। পশ্চিম জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলার ২৫,৪০৫টি পরিবারের মধ্যে পেঁপে, লেবু ও সুপারির চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এবছর জেলার বিভিন্ন ব্লকের ২৬ হেক্টর জমিতে জাতীয় ব্যাম্ব মিশনে বাঁশের চারা রোপণ করা হয়েছে। আরকেভিওয়াই স্কিমে ২৩.২৭ মেট্রিকটন আলু বীজও জেলার ক'ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই স্কিমে জেলার ১০ হেক্টর জমিতে আনারস চাষও করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এখন পর্যন্ত জেলার ৮৪,৩৯৫ জন ৩৩টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় ২২,৭৬২ জন প্রসূতি মাকে ৩টি কিস্তিতে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মাত' পুষ্টি স্কিমে ২২০ জন গর্ভবতী মাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৯৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি গ্যাসের সিলিণ্ডার দেওয়া হয়েছে। রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি বছরে জেলায় ১৫২ হেক্টর জমিতে তুঁতচাষ করা হয়েছে।

মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর জেলার ৪৯৩ জন মৎস্যজীবির মধ্যে মাছ ধরার জাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলার ৫,৮৬৯টি পরিবারের মধ্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর এখন পর্যন্ত জেলার ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১১৬টি হাঁস মোরগ এবং ৪৯,৯০৪টি গবাদি প্রাণীর চিকিৎসা করা হয়েছে। সভায় শিক্ষা, পূর্ত, পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর, জল সম্পদ দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধিগণও তাদের দপ্তরের তথ্য তুলে ধরেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনও সভায় বক্তব্য রাখেন।

# ক্রীড়াঙ্গন

## বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে বরিশালে খেলবেন ক্রিস গেইল

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ক্রিকেটের প্লেয়ার্স ড্রাফট চলছে। রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে চলেছে এই ড্রাফট। প্রথম রাউন্ডে ক্রিস গেইলকে দলে ভিড়িয়েছে বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটের আগেই ডিরেক্ট সাইনিংয়ে নিজেদের তৃতীয় বিদেশি হিসেবে দ্য ইউনিভার্স বসকে নিয়েছে বরিশালের দলটি। এর আগে ডিরেক্ট সাইনিংয়ে দেশি কোটায় সাকিব আল হাসান এবং বিদেশি কোটায় আফগানিস্তানের মুজিব উর রহমান ও শ্রীলঙ্কার দানুশকা গুনাথিলাকাকে নিয়েছিল বরিশাল। তৃতীয় বিদেশি হিসেবে তাদের কথা চলছিল আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসেলেরই স্বদেশি গেইলকে দলে নিয়েছে তারা। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিপিএলের পুরো আসরেই খেলবেন গেইল। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সবশেষ (২০১৯-২০) আসরে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে খেলেছিলেন গেইল। এবার তাকে দেখা যাবে ফরচুন বরিশালের জার্সি গায়ে। আগামী ২১ জানুয়ারি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। বিপিএলে এখন পর্যন্ত ৪২ ম্যাচ খেলেছেন গেইল। যেখানে পাঁচটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিতে ৪১.১৬ গড়, ১৫৬ স্ট্রাইকরেটে ১৪৮২ রান করেছেন তিনি। এর আগে প্লেয়ার্স ড্রাফটের আগেই দল পেয়েছেন সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। এছাড়া আরও দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ ও নাসুম আহমেদ। তবে সিনিয়র অনেকেই দল পেলেও জাতীয় দলের ওপেনার তামিম ইকবালকে ড্রাফটে ঢাকায় নাম লিখিয়েছেন। ফলে ফরচুন বরিশালে সাকিব সহ মুজিব উর রহমান, দানুশকা গুনাথিলাকা হলেন গেইলের সহ যোদ্ধা।

## কেরলের হয়ে ফের রঞ্জি খেলার সুযোগ শ্রীসন্থের সামনে

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবশেষে শিকে ছিঁড়ল।দীর্ঘ ৯ বছর পর কেরলের রাজ্য দলে সুযোগ পেলেন শান্তাকুমারণ শ্রীসন্থ। রঞ্জি ট্রফির জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ২৪ জনের দলে জায়গা পেলেন অনেক দিন ধরেই ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ফেরার চেষ্টা করা ভারতের এই ক্রিকেটার।

নিজেই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে এ কথা জানিয়েছেন শ্রীসন্থ। লিখেছেন, 'নিজের সংস্থা কেরলের হয়ে ৯ বছর পর আবার দলে ফিরেছি। প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবাইকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা।' উল্লেখ্য, কেরলের হয়ে চলতি বছরেই বিজয় হজারে ট্রফি খেলেছিলেন তিনি।

যদি মূল দলে নির্বাচিত হন, তা হলে ২০১৩-র পর এই প্রথম কেরলের রঞ্জি দলে দেখা যাবে শ্রীসন্থকে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭৩টি ম্যাচে ২১১টি উইকেট রয়েছে তাঁর। দেশের হয়ে শ্রীসন্থ ২৭টি টেস্ট, ৫৩টি একদিনের ম্যাচ এবং ১০টি টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন। শেষ বার তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা গিয়েছিল ২০১১-র অগস্টে।

২০১৩-র আইপিএল-এ ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ডে নাম জড়ানোয় নির্বাসিত হন শ্রীসন্থ। প্রথমে আজীবন নির্বাসিত হলেও পরে শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে ৭ বছর করা হয়। ২০২০ সালে সেপ্টেম্বরে সেই শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

## দে হেয়ার চোখে যেমন রাংনিকের কোচিং

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ রালফ রাংনিক তার ক্যারিয়ার জুড়ে বিখ্যাত আক্রমণাত্মক ফুটবলের জন্য। অনুশীলনেও সেটা টের পাচ্ছেন দলটির গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া। তার মতে, ৬৩ বছর বয়সী এই কোচের সঙ্গে 'প্রতিটি মুহূর্তই' ভীষণ চাপময়।

দলের টানা ব্যর্থতার দায়ে গত ২১ নভেম্বর ইউনাইটেডের কোচের চাকরি হারান উলে গুনার সুলশার। এরপর গত ২৯ নভেম্বর চলতি মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য রাংনিককে দায়িত্ব দেয় ইউনাইটেড। ২০২১-২২ মৌসুম শেষে পরবর্তী দুই বছর ক্লাবটির পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন এই জার্মান।

রাংনিক ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসার পর তার কোচিংয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিন ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে ইউনাইটেড। তবে প্রিমিয়ার লিগে কোভিডের ছোবলে স্থগিত হয়েছে ব্রেন্টফোর্ড ও ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিপক্ষে ম্যানচেস্টারের দলটির ম্যাচ দুটি। সবশেষ খেলেছে তারা গত ১১ ডিসেম্বর।

মূল দলে কয়েকজন খেলোয়াড় ও স্টাফের শরীরে কোভিড-১৯ শনাক্ত হওয়ায় গত ১৩ ডিসেম্বর নিজেদের ট্রেনিং কমপ্লেক্স বন্ধ করে দিয়েছিল ইউনাইটেড। এছাড়াও চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন কয়েকজন খেলোয়াড়। তবে সোমবার নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে পল পগবা ছাড়া সবাইকে পাচ্ছে রাংনিকের দল। চোটে ভুগছেন ফরাসি মিডফিল্ডার।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে রোববার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুরো দলকে এক সঙ্গে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন দে হেয়া। "এটি দুর্দান্ত; পুরো দলের পুরোপুরিভাবে অনুশীলনের জন্য ফিরে আসা এবং অবশ্যই তাদের সবাইকে নিরাপদে থাকতে দেখাটা। তারা ফিরে এসেছে, তারা সবাই অনুশীলন করছে, তারা ভালো আছে, তাই আবার একসঙ্গে থাকাটা দারুণ।"

"দলটি প্রাণশক্তির সঙ্গে, গতির সঙ্গে অনুশীলন করছে এবং এখন আমাদের বড় ম্যাচগুলোতে তা করে দেখাতে হবে।" রাংনিক মূলত তার দলকে 'কাউন্টার-প্রেসিং' স্টাইলে খেলাতে পছন্দ করেন। তার অনুশীলনেও ম্যাচের মতো শতভাগ উজাড় করে দেওয়ার কথা জানান দে হেয়া। "নিঃসন্দেহে আমরা কঠোর অনুশীলন করছি। এটা খুবই তীব্রতর, প্রতিটি অনুশীলনেই, তার (রাংনিক) সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তই চাপের।"

"অনুশীলনে এবং খেলায় সবসময় আমাদের শতভাগ উজাড় করে দিতে হবে। দেখা যাক। এটা তো সবে শুরু, মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো, দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।" চলতি মৌসুমে লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে প্রথম সাক্ষাতে গত সেপ্টেম্বরে ৪-১ গোলে জয় পেয়েছিল ইউনাইটেড। গ্রীষ্মের দলবদলে ইউভেন্তুস থেকে ম্যানচেস্টারের দলটিতে যোগ দেওয়ার পর ওই ম্যাচেই প্রথম মাঠে নেমেছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। জোড়া গোলে উপলক্ষটা রাঙিয়েছিলেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা।

নিউক্যাসলের মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায়। লিগে ১৬ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড আছে ছয় নম্বরে। তিন ম্যাচ বেশি খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে।

## অ্যাশেজের মধ্যেই করোনার হানা ব্রিটিশ শিবিরে

সিডনি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : অ্যাশেজে ফের করোনা আতঙ্ক। মেলবোর্নের মাঠ কর্মীদের পর এবার অ্যাশেজের মধ্যেই করোনার হানা ইংল্যান্ড শিবিরে। দলের দুই সাপোর্ট স্টাফ ও ক্রিকেটারদের পরিবারের দুই সদস্য করোনা পজিটিভ হয়েছেন। এই খবর আসার পরেই আতঙ্ক গ্রাস করে গোটা শিবিরে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার আগেই করাতে হয় পরীক্ষা। ফলে খেলা শুরু হতেও দেরি হয়েছে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার আগে ইংল্যান্ড শিবিরের চার জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ফলে সবার র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। খেলা শুরু হওয়ার ৪৫ মিনিট আগে সেই রিপোর্ট আসে। তাতে বাকি কারও শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে নি।' বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, 'এই বিষয়কে মোটেও হাল্কা ভাবে নিচ্ছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে প্রত্যেকের আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হবে।

তাতেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।' এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হতে দেরি হয়। ইংরেজ ক্রিকেটারদের প্রস্তুতির সময় দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের থেকে এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় খেলা। এর আগে অ্যাশেজ চলাকালীন মেলবোর্নের মাঠকর্মীদের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ায় ধারা ভাষ্যকারদের দলে বদল করা হয়েছিল। ফের করোনা আতঙ্ক দেখা গেল অ্যাশেজে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

## লিগ ক্রিকেটে দুরন্ত সেঞ্চুরি মন্ত্রী মনোজের, জেতালেন মোহনবাগানকে

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : ধ্রুপদী স্টাইলে লিগ ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করলেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। তাঁর অপরাজিত ১০৩ রানের সৌজন্য মোহনবাগান ১০ উইকেটে জয় পেল ওয়াইএমসিএ-র বিরুদ্ধে। ইডেন গার্ডেন্সে সোমবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৭৩ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়াইএমসিএ। ৮ ওভারে ৩৫ রানে ৪ উইকেট নেন নীলকণ্ঠ দাস। দু'টি করে উইকেট নেন অর্ণব নন্দী, সায়ন ঘোষ এবং রাজকুমার পাল। মনোজ ২ ওভার বল করেও উইকেট পাননি। জবাবে মাত্র ২৬.৪ ওভারেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় মোহনবাগান। মনোজ ১০০ বলে অপরাজিত থাকেন ১০৩ রানে। মেরেছেন ১০টি চার এবং ৬টি ছয়। ৬২ বলে ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলেননি। বিজয় হাজারে ট্রফিতেও বাংলা দলে ছিলেন না। তবে রঞ্জি ট্রফি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনোজ। বাংলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পরেও ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে চাননি মনোজ। তাই রঞ্জি ট্রফির জন্য বাংলার প্রাথমিক স্কোয়াডে ডাক পাওয়ায় প্রস্তুতি শুরু করেছেন পুরোদমে।

রবিবার মোহনবাগানের জার্সিতে বিএনআরের বিরুদ্ধে ১০ রান করে আউট হয়েছিলেন তিওয়ারি। তবে সোমবার ওয়াইএমসিএ-র বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে মন জয় করেছেন।

রঞ্জি ট্রফির প্রথম এগারোয় স্থান করতে গেলে যা যা করণীয়, সবটাই করছেন। নাম দেখে নয়, পারফরম্যান্স দেখে তাঁকে দলে নিন নির্বাচকরা, সেটাই চান। তাই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পিছপা ছিলেন না।

## আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ভারতের যুব দল

দুবাই, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : দুবাইয়ে দুরন্ত ক্রিকেট খেলে অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের শেষ চারে টিম ইন্ডিয়া। সোমবার আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়ে যশ ধুলের দল পৌঁছে গেল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সেমিফাইনালে। এরপর ভারত খেলবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচের জয়ী টিমের বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারতের এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র।

এদিন টস জিতে যশ ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান সুলেমান সফির দলকে। আফগানিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান তোলে। ব্যাট হাতে অবদান রাখেন চারে নামা ক্যাপ্টেন সফি। ৮৬ বলে ৭৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। পাঁচে নামা ইজাজ আহমেদ আমাদজাই অপরাজিত থাকেন ৬৮ বলে ৮৬ রানের ইনিংস খেলে। রান তাড়া করতে নেমে ভারত দলগত প্রয়াসে অনায়াসে এই ম্যাচ বার করে আনে।

ওপেনার হরনুর সিং ৭৪ বলে ৬৫ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। এরপর ছয়ে নামা রাজ বাওয়া ৫৫ বলে ৪৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ভারতের জয়ের মঞ্চ প্রস্তুত করে দেন। শেষে আটে নামা কৌশল তাম্বের হাত থেকে আসে ২৯ বলে ৩৫ রান। এক ওভার চার বল বাকি থাকতেই ভারত শেষ চারের টিকিট পাকা করে নেয়।

## বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন

সেঞ্চুরিয়ন, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : সোমবার প্রবল বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। পূর্বাভাস আগে থেকেই ছিল। এদিন এক বলও গড়াল না সেঞ্চুরিয়নের পিচে। চা বিরতির আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় পরিত্যক্ত করার কথা ঘোষণা করা হল। দিনের শেষে ভারতের রান ৩ উইকেটে ২৭২। অপরাজিত লোকেশ রাহুল এবং অজিঙ্ক রাহানে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট দিয়েই বার যাত্রা শুরু করেছিলেন বিরাট কোহলিরা। আবহাওয়ার পূর্বাভাসটা অবশ্য দু-একদিন আগে থেকেই ছিল। প্রথম দিন মেঘলা আকাশ এবং দ্বিতীয় দিন বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস ছিল।

সোমবার সকাল থেকেই ছিল বৃষ্টির প্রভাব। যদিও খেলা ভেস্তে যাওয়ার কথা তখন কারোর মুখেই শোনা যায়নি। গোটা দিন হাতে রয়েছে, শেষপর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন আয়োজকরা। মাঝে বৃষ্টি কমলে, মাঠের কভার সরানোর কাজও শুরু হয়। কিন্তু এরপরই ফের বৃষ্টি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে পর্যবেক্ষণের পর টেস্টের দ্বিতীয় দিন পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন ম্যাচ আম্পায়াররা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

**NOTICE INVITING SEALED TENDER FOR AUCTION OF CONDEMNED TYRES**

On behalf of the Government of Tripura sealed tender are invited for sale/ auction of the under noted condemned/ un-serviceable tyres of 9th Battalion TSR (IR-IV) at Hichacherra, South Tripura on "AS IS WHERE IS BASIS"

| SL | Store | Type of items | Place where stationed |
|---|---|---|---|
| 1. | MT store | All sizes of u/s | HQr 9th Bn TSR (IR-IV), |

2.The willing tenderers may inspect the condemned tyres and collect detail information including terms and condition from the office of the Commandant 9th Bn TSR (IR-IV) at Hichacherra, South Tripura on free of cost basis from 01/01/2022 to **10/01/2022** during office hours on submission of prayer on plain paper.

3.Intending buyer may please furnish bids in **seal covers** to be sent by Registration/ Speed post or by hand to the undersigned. **Sealed** tenders are to be accompanied by 20% of total tender value as earnest money in the shape of deposit at call only in favour of the Commandant 9th Bn TSR (IR-IV), Hichachera on Nationalized Bank having Branch at Agartala. Sealed tender should reach this office on or before **11/01/2022** at **1100** hrs and the tender will be opened on the same date if possible. The tenderers or his authorized representative(s) may remain present if they like.

4.The undersigned reserves the right to accept or rejects any tender rate including the highest one without assigning any reason thereof.

**Sd/- Illegible**
**Commandant**
**9th Battalion TSR (IR-IV)**

**ICA-C-3131/2021-22**

**PRESS NOTICE INVITING TENDER**

Sealed rate quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply of 'Chemicals, Glass wares & other items' required for analysis of different Fertilizer samples in State Fertilizer Testing & Quality Control Laboratory under State Agricultural Research Station, at Dutta Tilla, Arundhutinagar, Agartala.

Quoted rate in sealed envelope will be received on 12th Jan, 2022 up to 3.00 P.M. and will be opened on the same day at 4.00 P.M., if possible, in the office of the Joint Director of Agriculture (Research), SARS, A.D Nagar, Agartala.

The terms and conditions in details can be received from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the Departmental **Website-www.agri.tripura.gov.in.**

**Sd/- (ANIL DEBBARMA)**
**Joint Director of Agriculture (Res)**
**State Agriculture Research Station**
**Arundhatinagar**

**ICA-C-3119/2021-22**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 36/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22 Date: 21/12/2021**

**The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10/ 01/2022 for the works:**

1. **DNIeT No: 54/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 24,27,119/-**

**For details visit website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivision@gmail.com**

**Sd/- Illegible**
**Executive Engineer**
**Mohanpur Division, PWD(R&B),**
**Mohanpur, West Tripura**

**ICA-C-3125/2021-22**

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আচার্য্য শ্রীমন মহানামব্রত বহ্মচারীজির শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে সোমবার আগরতলায় মহানাম অঙ্গনে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

# শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের ১১৮ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, ভাগবত গঙ্গোত্তরী, মানবধর্মের উদ্‌গতা মহামহোপাধ্যায় বৈষ্ণবার্চ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১১৮ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে সোমবার আগরতলায় শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে এক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভা সভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, মহানাম সেবক সংঘ মানব কল্যাণে বরাবরই সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ইতিপূর্বে খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনশ দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। শুধুমাত্র সরকারী সাহায্য সহযোগিতাই নয় জনগণকে নানা ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছে মহানাম সেবক সংঘ। তিনি সংঘের কর্মধারার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী বলেন, এখন থেকে প্রতি বছর সাধ্যমত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নেয়া হবে। তাছাড়াও নানা ধরনের সমাজসেবা মূলক কর্মসূচি হাতে নেবে মহানাম সেবক সংঘ। প্রসঙ্গত, এদিন তিনশ জনকে বস্ত্র দেয়া হয়েছে।

# শিক্ষায় বেসরকারীকরণ ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে খোয়াইয়ে বামপন্থী ছাত্র যুবদের গণঅবস্থান কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** শিক্ষায় বেসরকারীকরণ ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে খোয়াইয়ে ছাত্র যুবরা গণ অবস্থান সংগঠিত করেছে। শিক্ষায় বেসরকারীকরণ ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে খোয়াইয়ে দুই ঘন্টার এই ছাত্র যুব অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেয় চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এস এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই, টি এস ইউ , টি ওয়াই এফ। বেলা বারোটায় শহরের কবিগুরু পার্কের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে হয় গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয়। প্রিয়তোষ দেব, বীরেশ দেববর্মা ও মল্লিকা শীল ছিলেন সভাপতিমন্ডলীতে।

এদিনের গণ অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা ডি ওয়াই এফ আই-র রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পাল, এস এফ আই -র বিভাগীয় সম্পাদক নারায়ন নমঃদাস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছিল।সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।শিক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ সূচিত হয়েছিল।বর্তমানে বি জে পি -- আই পি এফ টি জোট সরকারের সময়ে শিক্ষার সংকোচন ঘটেছে।শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রাখা হচ্ছে।

শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের পথে হাঁটছে ওরা।শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে। একইসাথে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। গরীব মানুষের মুখের ভাত কেঁড়ে নেওয়া হচ্ছে। দুর্বার লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জোট সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে বলে যুব নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার কর্মসংস্থানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বাম ছাত্র যুব সংগঠন আন্দোলনে সামিল হবে বলেও গণঅবস্থান স্থল থেকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

# কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তুলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে ঃ কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ক'ষকদের কল্যাণে সারা দেশে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্প চালু হওয়ায় ক'ষকদের জমি বন্ধক রেখে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এখন আর ঋণ নিতে হয়না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই প্রথম ক'ষকদের কল্যাণে এধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আজ শান্তিরবাজার মহকুমার বেতাগায় ১ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ এবং খাদ্য গুদামের উদ্বোধন করে একথা বলেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ২ লক্ষেরও বেশী ক'ষক পরিবার ক'ষক সম্মাননিধি প্রকল্পে বছরে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। আমাদের রাজ্য ছোট হলেও ক'ষি ও ক'ষকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার ৩৬১ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় করেছে। তিনি বলেন, ক'ষকগণ যদি তাদের উৎপাদিত ফসল সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে না পারেন তবে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবেননা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ক'ষকদের স্বাবলম্বী করে তুলতে গত ২ বছরে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। ক'ষকদের উৎপাদিত ফসল রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার এধরণের আরও গোডাউন তৈরী করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। পূর্বতন রাজ্য সরকারের সময়ে অনেক ক'ষক রাজনৈতিক কারণে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। ক'ষকগণ উপলব্ধি করেছেন বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে তারা সুরক্ষিত আছেন। তিনি ক'ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তারা যেন কোন প্রকার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং বলেন, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বর্তমান সরকার ক'ষকদের কল্যাণে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার এমন আরও খাদ্য গুদাম তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোয়াইফাং ফার্মার্স কো-অপারেটিভ লিমিটেডকে ৪টি পাওয়ার টিলার, ২টি পোর্টেবল ওয়াটার পাম্পসেট, ২টি স্পেয়ার মেশিন ৯৫ শতাংশ ভর্তকীতে দেওয়া হয়েছে। ক'ষিমন্ত্রী এসব যন্ত্রপাতি সমবায়ের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বকাফা প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, বকাফা বিএসি'র চেয়ারম্যান গৌরী শংকর রিয়াং, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপন বৈদ্য, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যবত সাহা, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# বিভিন্ন দপ্তরের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রত সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** চলতি শুখা মরশুম শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন রাস্তা ও নালাগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করে বলেন, অল্প বৃষ্টিতেই যাতে রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে না পড়ে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ এখনই শেষ করতে হবে। বিদ্যৎ বিভাগের আধিকারিককে জেলার প্রতিটি জলের পাম্প হাউসে বিদ্যৎ সংযোগ এবং ট্রান্সফরমার বসানোর দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সময়মতো এই কাজ সম্পন্ন না হলে শুখা মরশুমে জনসাধারণকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই এই কাজটি দ্রত শেষ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন দপ্তরের অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রত সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, জল জীবন মিশনে জেলার প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজ যেন অত্যন্ত দ্রতগতিতে সম্পন্ন হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নজর রাখতে হবে। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন নিয়ে অযথা ভয় না পাওয়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত করোনা মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছি। সবার সহযোগিতায় এই প্রজাতিকেও আমরা মোকাবিলা করতে পারবো। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তিনি এইচআইভি নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আরও বেশি করে করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতিতে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দিলীপ দাস, সহকারি সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিডিওগণ, জিলা পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণ এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পশ্চিম জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এবছর জেলার ৮৬৪ জন ক'ষকের কাছ থেকে ১২২৬.৮৬৯ মেট্রিকটন বোরো ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২,১০০ মেট্রিকটন।

ক'ষি দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় আরও জানান, রবি ফসল উৎপাদনের মরশুমে জেলার ক'ষকদের মধ্যে ৬৪.৫৬০ মেট্রিকটন ধান বীজ, ২২.৫০০ মেট্রিকটন উচ্চফলনশীল ধানবীজ, ২৩.০১৫ মেট্রিকটন সরিষা বীজ, ১৪.০০০ মেট্রিকটন ভু-া বীজ, ১০.৩৮০ মেট্রিকটন বরবটি বীজ, ১০.০০০ মেট্রিকটন গোলমরিচ বীজ, ১০.৫৫২ মেট্রিকটন বাদাম বীজ এবং ১.০০০ মেট্রিকটন বাজরা বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত জেলার ১৯,০৮৩ জন ক'ষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এরমধ্যে ১৮,২৫৫ জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে শিক্ষার আলো প্রসারিত হয়েছিল, দাবি বামপন্থীদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই, ২৭ ডিসেম্বর।।** সোমবার ২৭ শে ডিসেম্বর জনশিক্ষা দিবস। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে শিক্ষার আলো প্রসারিত হয়েছিল। দিনটি এরাজ্যের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেববর্মা এবং সুধন্য দেববর্মারা এই জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। জনশিক্ষা আন্দোলন দিবস এবছর ৭৬বছরে পদার্পণ করেছে। ৭৬ তম জনশিক্ষা দিবস রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজের সর্বত্রই সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে মৌল অনুষ্ঠানটি হয় মেলার মাঠে সিপিআইএম এর প্রধান কার্যালয়ে। সোমবার সকালে সিপিআইএম সদর কার্যালয় এর সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং জন শিক্ষা আন্দোলনের প্রয়াত নেতাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটি আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রবীণ সিপিআইএম নেতা জমাতিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। জান শিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন ত্রিপুরায় ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করেছেন। তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেছেন। সেই খাজনা টাকা দিয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ তৈরি করাসহ রাজাদের কল্যাণে নানা কাজ করা হয়েছে। কিন্তু প্রজাদের কল্যাণে তেমন কিছুই করা হয়নি। আজ থেকে ৭৬ বছর আগে ত্রিপুরা যখন রাজন্য শাসিত রাজ্য ছিল তখন তৎকালীন যুবকদের মধ্যে দশরথ দেব, সুধন্য দেববর্মা সহ ১১ জন উপজাতি যুবক জনজাতি দর শিক্ষার লক্ষ্যে জনশিক্ষা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। তারা গ্রাম পাহাড়ে উপজাতিদের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালীন জনশিক্ষা কমিটির মোট ৪০০স্কুল গড়ে তুলেছিল। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শোষণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উন্মেষ ঘটানোই ছিল তাদের সেই জন শিক্ষা সমিতির জনশিক্ষা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে জনশিক্ষা আন্দোলন এর পরোধাদের স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে এবং আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। শুধু আগরতলাতেই নয়,অমরপুর,উদয়পুর, সাবরুম,বিলোনিয়া, কমলপুর, কৈলাশহর, কুমারঘাট,ধর্মনগর সহ রাজ্যের সর্বত্রই আজ জনশিক্ষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

খোয়াইয়ে ৭৭তম ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। সোমবার সকালে মহকুমার বিভিন্ন অনলে পতাকা উত্তোলন ও জনশিক্ষা আন্দোলনের জননেতা দশরথ দেব সহ অন্যান্য প্রয়াত নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল মালায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিবসটি উদযাপন কর্মসূচীর অংগ হিসেবে এদিন সকালে সি পি আই এমর জেলা কার্য্যালয়ে গণমুক্তি পরিষদের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি রনিৎ দেববর্মা।

নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল মালায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রনিৎ দেববর্মা, জি এম পি -র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা, গণ আন্দোলনের নেতা নির্মল বিশ্বাস, আলয় রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এখানে বক্তব্য রাখেন রনিৎ দেববর্মা।বলেন জাতি উপজাতি মৈত্রী অক্ষুন্ন রেখে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রামের আহ্বান জানান।এছাড়া এদিন, রামচন্দ্রঘাটের আমপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের দশরথ দেবের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জি এম পি - র সহ সভাপতি রনিৎ দেববর্মা, সহ সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা সহ বিশ্বরনন দেববর্মা, সমরেশ দেববর্মা প্রমুখ।

## পুরুষ আত্মীয় ছাড়া দূরে যেতে পারবেন না আফগান মহিলারা

কাবুল, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : আফগানিস্তানে মহিলাদের বাইরে যাওয়ার থেকে নিয়ে নতুন নির্দেশনা জারি করল তালিবান সরকার।রবিবার জারি হওয়া নয়া ফতোয়ায় বলা হয়েছে, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বেড়াতে যেতে পারবেন না আফগান মহিলারা। বাস ও অন্য গাড়ির চালকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, একমাত্র ইসলামিক হিজাব পরা মহিলাদেরই তাঁরা গাড়িতে ওঠার অনুমতি দিতে পারবেন।

নির্দেশনায় বলা হয়, আফগানিস্তানে ট্যাক্সিতে উঠতে গেলে মহিলাদের হিজাব পরতেই হবে, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বোরকাও পরতে হবে। ট্যাক্সিচালকদেরও একগুচ্ছ নিয়ম মানতে হবে। তাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে, সেই নির্দেশিকাও জারি করেছে প্রোপাগেশন অফ ভার্চু ও প্রিভেনশন অফ ভাইস মন্ত্রণালয়। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়, মহিলারা হিজাব না পরলে তাদের ট্যাক্সিতে নেওয়া যাবে না। কোনও মহিলা যদি ৭২ কিলোমিটার বা তার বেশি দূরত্বে যেতে চান, তাহলে তার সঙ্গে কোনও পুরুষ আত্মীয় থাকতেই হবে।

# এমবিবি কলেজের ছাত্র সংসদ ও এলামনির যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।** এমবিবি কলেজের ছাত্র সংসদ এবং এলামনির যৌথ উদ্যোগে সোমবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর সুখময় সাহা,ত্রিপুরা উন্নয়নের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রক্তদান শিবির এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক কুমার সাহা বলেন রক্তদান মহৎ দান।রক্তদান নিঃশর্ত দান। তিনি বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের যথেষ্ট পরিমান ঘাটতি রয়েছে আগামী দিনেও এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে রক্তের ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসার জন্য ছাত্র-ছাত্রীসহ যুবসমাজের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

মেয়র বলেন রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।অন্যথায় চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্নিত হবে। তিনি বলেন করোনা পরিস্থিতির কারণে বেশ কিছুদিন রক্তদান শিবির সংগঠিত করা যায়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। সে কারণেই বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠনসহ প্রত্যেককে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

# ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল কল্যানপুর বাজার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ ডিসেম্বর।।** বিদ্যুৎ খুঁটিতে পরিবাহী তারে ব্যাপক আগুনে অল্পেতে রক্ষা পেল কল্যানপুর বাজার। বাজারের পূর্বাংশে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যবসায়ী থেকে পথচলতি মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। কল্যাণপুর বাজারে অন্যতম ব্যবসায়ী তথা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন মজুমদার জানান হঠাৎ বাজারের পূর্বাংশে একটি বিদ্যুৎ খুঁটির পরিবাহী তারে আগুন জ্বলতে থাকে। সাধারণ মানুষের জটলা হলেও আগুন নেভাতে কেউ সাহস করে এগিয়ে আসতে পারেনি। বিদ্যুৎ দপ্তরে তড়িগড়ি খবর দিয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করলেও বিদ্যুৎকর্মীরা অকুস্থলে পৌঁছে বিদ্যুতের আগুন নেভাতে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এরই মধ্যে আগুন বিস্তার লাভ করতে থাকে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাজারে। শেষ পর্যন্ত কল্যানপুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্বে আনার জন্য। বিদ্যুৎ দপ্তরের বক্তব্য বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। বাজারে সাধারণ মানুষের উপস্থিতির ফলে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটে আগুন লাগলেও অল্পেতে রক্ষা পেল কল্যানপুর বাজার।

# নতুন বছরে দেশের ১৩ শহরে ৫জি পরিষেবা চালু হচ্ছে, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরেই দেশের মেট্রো ও বড় শহরগুলিতে ৫জি পরিষেবা চালু হবে। নতুন বছরের শুরুতেই দেশের ১৩টি বড় বড় শহরে ৫জি পরিষেবা চালু হচ্ছে। সোমবারই কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা, গুরুগ্রাম, মুম্বই, চণ্ডীগড়, দিল্লি, লখনউ, হায়দরাবাদ-সহ মোট ১৩টি শহরে ৫জি পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানিয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, টেলিকম বিভাগের অর্থায়নে দেশে ৫জি প্রকল্প রূপায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ মধ্যে কাজ শেষ হবে। এয়ারটেল, জিও এবং ভোডাফোন আইডিয়া সহ টেলিকম অপারেটররা গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, মুম্বাই, চণ্ডীগড়, দিল্লি, জামনগর, আহমেদাবাদ, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, লখনউ, পুনে এবং গান্ধী নগর শহরে ৫জি ট্রায়াল সাইটগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে।

টেলিকম দফতর সূত্রের দাবি, দেশে টেলিকম সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগ আগের তুলনায় প্রায় দেড়শোগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২-২০১৪ পর্যন্ত দেশের টেলিকম সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা। ২০১৪-২০২১ সাল পর্যন্ত মাত্র বছরে ৬২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। দেশের বড় ১৩টি শহরে ৫জি পরিষেবা রূপায়নে আটটি বড় কোম্পানি গত ৩৬ মাস ধরে কাজ করছে। আইআইটি বোম্বে, আইআইটি দিল্লি, আইআইটি হায়দরাবাদ, আইআইটি মাদরাস ইত্যাদি সংস্থাগুলি কাজ করছে।

শিক্ষার বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে শিক্ষা ভবনে ধরনা এআইপিএসএফের। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।